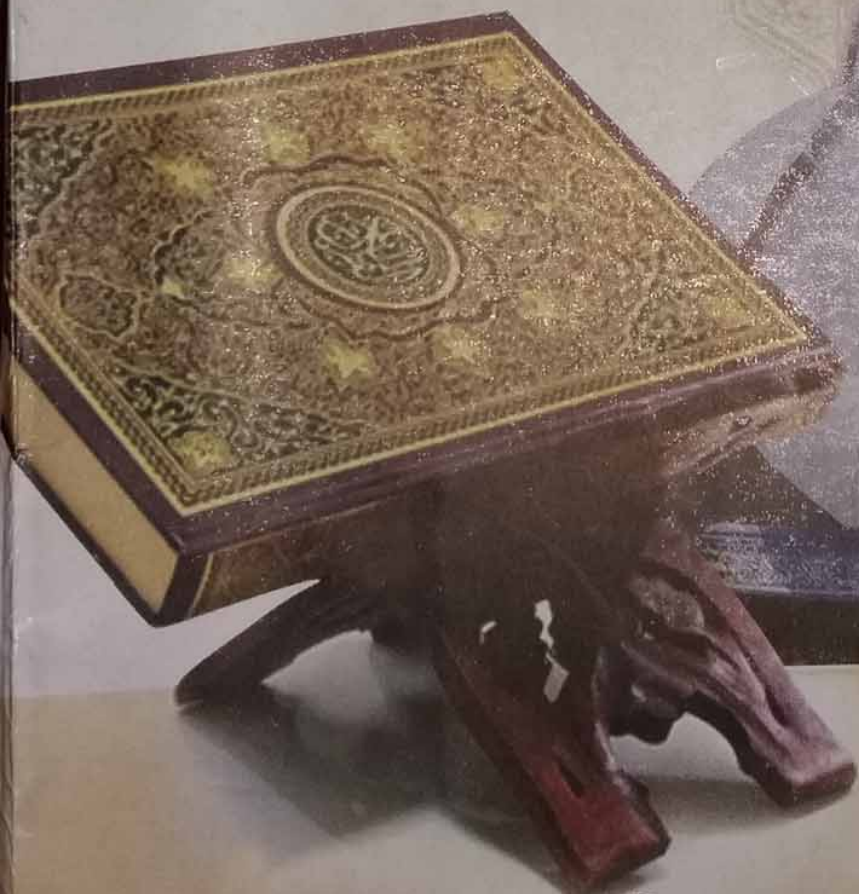


فَاقِمْوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ (سورة حج - ٤٨)



শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট
(SZHM Trust)

ঐশী বিধান



১৫তম দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম-২০১৬

দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প (যাকাত তহবিল)

Mr. Md. Nurul Haque, member, Maizbhandari Gausia Huq Committee Bangladesh, Azman(UAE) Branch is suffering from cancer and has been admitted in Chittagong Medical College Hospital. He Received Medical Assistance from Poverty Alleviation Project (Zakat Fund).



Medical Assistance



যাকাত অর্থ প্রেরণের ঠিকানা

যাকাত তহবিল শিরোনামে শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ মুরাদপুর শাখা, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ
মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব নং- ৩০০৪-১২১০০০০৫২২১-এ সরাসরি যাকাতের টাকা পাঠানো যাবে।

এছাড়াও গাউসিয়া হক মনজিল (মাইজভাণ্ডারী শরিফ) এবং
গাউসিয়া হক ভাণ্ডারী খানকাহ শরিফ (বিবিরহাট, পাঁচলাইশ)-এ যাকাত অর্থ দেওয়া যাবে।

ফোন: ০১৮৪১-০৮০৪৫৫

E-mail: zakat455@gmail.com

zakatfund

আশীষ বাণী

পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে যে, 'সদকা (যাকাত) তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাহাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাহাদের জন্য, দাস মুক্তির জন্য, ঋণ ভারাক্রান্তদের, আল্লাহর পথে মুসাফিরদের জন্য। ইহা আল্লাহর বিধান, আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়' (সূরা তাওবা : ৬০)।

আল্লাহতা'লার উক্ত বিধানের আলোকে সম্পদের যাকাত সঠিকভাবে প্রদান করা ইসলামের মৌলিক মহান মানবিক দায়িত্বগুলির অন্যতম। শোষণ, বঞ্চনাজনিত দারিদ্র্য থেকে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সম্মান ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন-যাপনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যাকাত মহান আল্লাহতা'লার পক্ষ থেকে একটি অনন্য নির্দেশনা। সমাজের হতদরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প আল্লাহ প্রদত্ত একটি দিক-নির্দেশনা। তাই যাকাত প্রদান করা কোন করুণা প্রদর্শন নয়। বরং তা সমাজের ধনী ব্যক্তিদের বাধ্যতামূলক একটি মানবিক ধর্মীয় দায়িত্বের অংশ। আবার যাকাত গ্রহণ কোন লজ্জার বা হীনমত্যতার বিষয় নয়, বরং আল্লাহ প্রদত্ত দরিদ্রের অধিকার। এ কারণে যাকাত আদায় কার্যক্রমে যেমন অনীহা থাকা অনুচিত তেমনি আল্লাহ-আল্লাহর রাসুলের নির্দেশনার আওতায় যারা যাকাত গ্রহীতা তাদেরও যাকাত গ্রহণে কুণ্ঠিত হওয়া উচিত নয়।

আমি জেনে অভ্যস্ত আনন্দিত যে, শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত 'মূলধারা সামাজিকল্যাণ সমিতি'র অন্তর্ভুক্ত দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প (যাকাত তহবিল) যাকাত প্রদান ও গ্রহণের একটি সুসমন্বিত দায়িত্বশীল বর্টন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে এবং কার্যকর দক্ষ যাকাত তহবিল পরিচালনা পর্ষদ স্বচ্ছ, সুস্থ ও পরিকল্পিত যাকাত বিতরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে।

এ কারণে আল্লাহ তাদেরকে উপযুক্ত কল্যাণ দান করুন। সাথে সাথে আমার পক্ষ থেকে তাদের জন্য অসংখ্য মোবারকবাদ।

আমি আরও মোবারকবাদ জানাই, মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান, কাতার, কুয়েত ও বাহরাইন শাখা সমূহের প্রবাসী আশেকবন্দকে এবং দেশের যাকাত প্রদানকারী সম্মানিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে যাদের ঐকান্তিক সহযোগিতায় যাকাত কমিটির কার্যক্রম ব্যাপকভাবে এগিয়ে চলেছে। পরম করুণাময় আল্লাহর দরবারে এই বিশাল কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত যাকাত প্রদানকারী ও গ্রহীতা সকলের দুনিয়া ও আখিরাতের সর্বোচ্চ কল্যাণ কামনা করছি। সকলের অবদান মহান আল্লাহর দরবারে কবুল হোক এ আবেদন রাখছি। আমিন! বেহরমতে সাইয়েদিল মুরসলীন।

সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান

ম্যানেজিং ট্রাস্টি
শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট

Message

It is stated in the Holy Quran that Sadaqah (Zakat) is meant for (a) the distress (b) the poor and the needy, (c) people involved in the collection of Zakat, (d) Person whose heart is attracted or charmed by the beauty of Islam (i.e., newly converted Muslim), (e) People who are indebted, (f) the travelers, (g) for freeing the slaves and (h) for the cause of Allah (SWT),

(Sura Tauba: 60)

To pay Zakat rightly in the light of the above mentioned rule of Allah (SWT) is one of the basic and great human responsibilities of Islam. Zakat is a unique instruction from the Almighty Allah (SWT) to drive the poor people from the poverty caused by exploitation and deprivation towards the prestigious and dignified livelihood. The poverty alleviation project (Zakat Fund) is a direction of right path for the assetless and disadvantaged poor given by Allah. (SWT).

Therefore, to pay Zakat is not to show mercy, rather it is part of an obligatory human and religious duty of the rich and solvent People in the society. Again to accept Zakat is not a matter of shame or narrow-mindedness, rather it is a right of the poor given by Allah (SWT). Hence there should not be any unwillingness or disinterest to participate in Zakat collection programme or activities. In the same way, the Zakat recipients who are entitled to receive Zakat as per the instruction of Allah (SWT) and the prophet (SAW) should not feel shy to receive Zakat.

I am very pleased to know the poverty alleviation project (Zakat Fund) affiliated with the 'Muldhara Samaj Kalyan Samity' administered under the control of the Shahanshah Hazrat Syed Ziaul Huq Maizbhandari (k) Trust has built up a well-co-ordinated and integrated responsible distribution system of Zakat payment and receipt (i.e. disbursement) and the effective as well as efficient Zakat Fund Management Committee has been providing important contribution through the distribution of Zakat in a transparent, rightful and planned way.

May Allah (SWT) bless them all with desired success and welfare. I give them my heartfelt thanks. I also like to thank the devotees/members of the branches of Maizbhandari Gausia Huq Committee in UAE, Oman, Qatar and Bahrain residing abroad and the respective persons and organizations at home for paying Zakat and thus providing sincere co-operation to lead the activities of Zakat Committee ahead in a comprehensive way.

To Almighty Allah (SWT) I pray for the highest welfare both in the world here and the Hereafter of both the Zakat prayer and the Zakat recipient involved in this gigantic task. I Pray to Almighty Allah (SWT) to grant, accept and approve this great contribution of all concerned. Ameen. Behurmat-e-Syedil Mursalin.

Syed Mohammad Hasan

Managing Trustee
SZHM Trust

যাকাত তহবিল গঠনের ঘোষণা

‘সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে অবলম্বন কর। তিনিই তোমাদের অভিভাবক, কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী তিনি।’

(সূরা হজ্ব : ২২)

গরীবদের মধ্যে আমাকে (আল্লাহ) অনুসন্ধান কর। কারণ তাদের জন্য তোমাদেরকে সহায় সম্পদ ও রিজিক দান করা হয়।

(আল হাদিস, আবু দাউদ, তিরমিজি)।

আল্লাহর পবিত্র কুরআন নির্দেশিত ধনী গরীব সহমর্মী মানবতাপূর্ণ এক সুন্দর সমাজ বিনির্মাণ করেছিলেন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। গরীব, মিসকীন, এতিম, বিধবা, বেকার, দাস, সংসারবিমুখ, বিকলাঙ্গ-প্রতিবন্ধী ও মুসাফিরদের কল্যাণে দান, সৎকা, যাকাত, জরিমানা, যুদ্ধলব্ধ মাল গণিমত ইত্যাদি দ্বারা প্রবর্তন করেছিলেন রাষ্ট্রীয় বায়তুলমাল তহবিল। ফলে দলে দলে লোকেরা ইসলামের পবিত্র সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিতে ভীড় করে। যার যা প্রাপ্য তা পাওয়ার এত সুন্দর ব্যবস্থা পূর্বে কিংবা পরে দুনিয়ার অন্য কোথাও গড়ে উঠেনি। খোলাফায়ে রাশেদার পর উমাইয়া রাজতন্ত্রে এই রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পত্তিতে পরিবর্তন করা হলে মুসলিম সমাজে নেমে আসে নানা অবক্ষয় ও নৈতিক অধঃপতন। এমন কি যাকাত যে উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত হয়েছিল তাও সঠিকভাবে সামাজিক চাহিদা পূরণে অকার্যকর হয়ে পড়েছে। অল্প কিছু টাকা ও পরিধেয় কাপড় বিতরণে সমাজ হতে দরিদ্রা দূর তো হচ্ছেই না বরং ভিক্ষুকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যাকাতের মূল উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে আমরা আমাদের সংগঠনের অধীনে একটি যাকাত তহবিল গঠন করেছি। পবিত্র কুরআন-হাদিস অনুসারে আপনার প্রদত্ত যাকাত গরীব দুঃখী এতিম, অসহায় মানুষের অবস্থার উন্নয়নে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শিক্ষা, চিকিৎসা-সেবা ও আপদকালীন সাহায্য প্রদানে ব্যয় করা হবে। উপযুক্ত ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি যাকাত তহবিল পরিচালনা পর্ষদ গঠন করা হয়েছে। আপনার/আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা ও পরামর্শ আমাদেরকে উৎসাহিত করবে। ইনশাআল্লাহ অঙ্গীকার রক্ষায় আমরা সফল হবে।

লায়ন আলহাজ্ব দিদারুল আলম চৌধুরী

সভাপতি

যাকাত তহবিল পরিচালনা পর্ষদ।

যাকাতের নিসাব ও বণ্টনের খাত

যাকাতের নিসাব:

যাকাতযোগ্য সম্পত্তির বিবরণ, তার নিসাব বা সর্বনিম্ন পরিমাণ ও যাকাত আদায়ের হার সংক্রান্ত চার্ট নিম্নরূপঃ

ক্রম	যাকাতযোগ্য সম্পত্তির বিবরণ	যাকাতের নিসাব (নিম্নতম যে পরিমাণ ধন-সম্পদ থাকলে যাকাত আদায় করা শুরু হয়)	যাকাত পরিণোদনের হার
১.	হাতে রক্ষিত অথবা ব্যাংকে নগদ গচ্ছিত অর্থ, শেয়ার সার্টিফিকেট, প্রাইজবন্ড ও সার্টিফিকেট সমূহ।	৫২.৫ তোলা রূপা বা তার সমপরিমাণ বাজার মূল্য।	মোট অর্থের শতকরা ২.৫%।
২.	স্বর্ণ, রৌপ্য, মূল্যবান ধাতু ও স্বর্ণ বা রৌপ্যের অলংকার।	৭.৫ তোলা স্বর্ণ কিংবা ৫২.৫ তোলা রৌপ্য অথবা সমপরিমাণ অর্থ।	আদায়কালীন বাজার মূল্য অনুযায়ী মোট অর্থের শতকরা ২.৫%।
৩.	বাণিজ্যিক সম্পদ ও শিল্পজাত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত লভ্যাংশের ভিত্তিতে প্রদত্ত অর্থ।	৫২.৫ তোলা রূপার মূল্য।	আদায়কালীন বাজার মূল্যের শতকরা ২.৫%।
৪.	উৎপাদিত কৃষিজাত ফসল।		বৃষ্টির পানিতে উৎপাদিত ফসলের উপর ১/১০ অংশ, সেচে উৎপাদিত জমির ফসলের ১/২০ অংশ অথবা শস্যের বাজার মূল্যের সমপরিমাণ প্রতি মৌসুমে আদায়যোগ্য।
৫.	পশু সম্পদ (ক) ভেড়া বা ছাগল প্রভৃতি।	১ থেকে ৩৯টি পর্যন্ত	যাকাত প্রযোজ্য নয়।
		৪০ থেকে ১২০টি	১টি ভেড়া/ছাগল
		১২১ থেকে ২০০টি	২টি ভেড়া/ছাগল
		২০১ থেকে ৩০০টি	৩টি ভেড়া/ছাগল
		৪০ থেকে ১২০টি	১টি ভেড়া/ছাগল
		এর অতিরিক্ত প্রতি ১০০টির যাকাত	১টি করে ভেড়া/ছাগল
	(খ) গরু, মহিষ ও অন্যান্য গবাদি পশু।	১ থেকে ২৯টি পর্যন্ত	যাকাত প্রযোজ্য নয়।
		৩০ থেকে ৩৯টি	এক বছর বয়সী ১টি বাছুর

	৬০টি এবং ততোধিক	প্রতি ৩০টির জন্য ১ বছর বয়সী এবং প্রতি ৪০টির জন্য ২ বছর বয়সী বাছুর।
(গ) ব্যবসার উদ্দেশ্যে মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগী পালন এবং ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত জমি, নির্মিত বাড়ী প্রভৃতির বাজার মূল্যের হিসাব হবে।	৫২.৫ তোলা রূপার মূল্য।	তবে বাজার মূল্যের ২.৫% অর্থ।
৬. খনিজ দ্রব্য।	যে কোন পরিমাণ।	উত্তোলিত খনিজ দ্রব্যের শতকরা ২০ ভাগ।
৭. প্রতিভেদে ফলঃ সরকারী প্রতিষ্ঠানে বা যে সকল কর্পোরেশনে সরকারী নিয়মানুযায়ী প্রতিভেদে ফল কতন করা হয়, উক্ত প্রতিভেদে ফলের কর্তনকৃত টাকার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। তবে এই টাকা গ্রহণ করার পর একবছর পূর্ণ হলে সম্পূর্ণ টাকার উপর যাকাত প্রদান করতে হবে।	৫২.৫ তোলা রূপার মূল্য।	শতকরা ২.৫ ভাগ।
৮. কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির উদ্যোগে প্রতিভেদে ফল গঠন করা হলে প্রতি বছর তার উপর যাকাত দিতে হবে।	৫২.৫ তোলা রূপার মূল্য।	শতকরা ২.৫ ভাগ।

বি.দ্র.: নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হওয়ার দিন থেকে এক বছর পূর্তি পর যাকাত ফরজ হয়।

যাকাতের সম্পদ সঠিকভাবে বণ্টন করার উপর অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এই কারণে আল্লাহপাক নিজেই যাকাত ব্যয় বণ্টনের খাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। 'যাকাত কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাদের চিন্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাস মুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে সংগ্রামকারী ও মুসাফিরদের জন্য। এটা আল্লাহর বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় (সূরা তাওবা : ৬০)'। এ খাতের বাইরে অন্য কোন খাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে না। নিম্নে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত উল্লেখিত ৮টি খাতের বর্ণনা দেয়া হলো।

যাকাত বন্টনের নির্ধারিত ৮টি খাতের বিবরণ:

প্রথম খাতঃ ফকীর- ফকীর হলো সেই ব্যক্তি যার নিসাব পরিমাণ সম্পদ নেই। যে ব্যক্তি রিক্তহস্ত, অভাব মোটনোর যোগ্য সম্পদ নেই, ভিক্ষুক হোক বা না হোক, এরাই ফকীর। যে সকল স্বল্প সামর্থ্যের দরিদ্র মুসলমান যথাসাধ্য চেষ্টা করা সত্ত্বেও বা দৈহিক অক্ষমতাহেতু প্রাতিহিক ন্যায়সঙ্গত প্রয়োজনটুকু মেটাতে পারে না, তারাও ফকীর। কারও মতে যার কাছে একবেলা বা একদিনের খাবার আছে সে ফকীর।

দ্বিতীয় খাতঃ মিসকীন- মিসকীন সেই ব্যক্তি যার কিছুই নেই, যার কাছে একবেলা খাবারও নেই। যে সব লোকের অবস্থা এমন খারাপ যে, পরের নিকট সওয়াল করতে বাধ্য হয়, নিজের পেটের আহারও যারা যোগাতে পারে না, তারাও মিসকীন। মিসকীন হলো যার কিছুই নেই, সুতরাং যার কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিসাব পরিমাণ অর্থ সম্পদ নেই, তাকে যাকাত দেয়া যাবে এবং সেও নিতে পারবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, ফকীর বা মিসকীন যাকেই যাকাত দেয়া হবে, সে যেন মুসলমান হয় এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক না হয়।

তৃতীয় খাতঃ আমেলীন- ইসলামী সরকারের পক্ষে লোকদের কাছ থেকে যাকাত, উপর প্রভৃতি আদায় করে বায়তুল মালে জমা প্রদান, সংরক্ষণ ও বন্টন কার্যে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ। এদের পারিশ্রমিক যাকাতের খাত থেকেই আদায় করা যাবে। কুরআনে বর্ণিত আটটি খাতের মধ্যে এ একটি খাতই এমন, যেখানে সংগৃহীত যাকাতের অর্থ থেকেই পারিশ্রমিক দেয়া হয়। এ খাতের বৈশিষ্ট্য হলো এতে ফকীর বা মিসকীন হওয়া শর্ত নয়। পক্ষান্তরে, অবশিষ্ট টি খাতে দরিদ্র ও অভাব দূরীকরণে যাকাত আদায় শর্ত।

চতুর্থ খাতঃ মুআল্লাফাতুল কুলুব (চিত্ত জয় করার জন্য)- নতুন মুসলিম যার ঈমান এখনও পরিপক্ব হয়নি অথবা ইসলাম গ্রহণ করতে ইচ্ছুক অমুসলিম। যাদের চিত্ত (দ্বীন ইসলামের প্রতি আকর্ষণ করে) আকর্ষণ ও উৎসাহিত করণ আবশ্যকীয় মনে করে যাকাত দান করা হয়, যাতে তাদের ঈমান পরিপক্ব হয়। এ খাতের আওতায় দুঃস্থ নওমুসলিম ব্যক্তিদের যাকাত প্রদানের ব্যাপারে ফকিহগণ অভিমত প্রদান করেছেন।

পঞ্চম খাতঃ ক্রীতদাস/বন্দী মুক্তি- এ খাতে ক্রীতদাস-দাসী/বন্দী মুক্তির জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে। অন্যায়ভাবে কোন নিঃশ্রম ও অসহায় ব্যক্তি বন্দী হলে তাকেও মুক্ত করার জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে।

ষষ্ঠ খাতঃ ঋণগ্রস্ত- এ ধরনের ব্যক্তিকে তার ঋণ মুক্তির জন্য যাকাত দেয়ার শর্ত হচ্ছে- সেই ঋণগ্রস্তের কাছে ঋণ পরিশোধ পরিমাণ সম্পদ না থাকা। আবার কোন ইমাম এ শর্তারোপও করেছেন যে, সে ঋণ যেন কোন অবৈধ কাজের জন্য- যেমন মদ কিনা বা- জায়েয প্রথা অনুষ্ঠান ইত্যাদির জন্য ব্যয় না করে।

সপ্তম খাতঃ আল্লাহর পথে- সম্বলহীন মুজাহিদের যুদ্ধাঙ্গ/সরঞ্জাম উপকরণ সংগ্রহ এবং নিঃশ্রম ও অসহায় গরীব দ্বীনি শিক্ষারত শিক্ষার্থীকে এ খাত থেকে যাকাত প্রদান করা যাবে। এ ছাড়াও ইসলামের মহাত্মা ও গৌরব প্রচার-প্রসারের কাজে নিয়োজিত থাকার কারণে যারা জীবিকা অর্জনের অবসর পান না এবং যে আলিমগণ দ্বীনি শিক্ষাদানের কাজে ব্যাপৃত থাকায় জীবিকা অর্জনের অবসর পান না। তারা অশ্বচ্ছল হলে সর্বসম্মতভাবে তাদেরকেও যাকাত দেয়া যাবে।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারায় বর্ণিত আছে যে, “যাকাত এই সমস্ত লোকের জন্য যারা আল্লাহর পথে এমনভাবে ব্যাপৃত যে, দেশময় ঘুরাফেরা করতে পারে না, যাকাত করার জন্য অস্ত্র লোকেরা তাদেরকে অভাবমুক্ত বলে মনে করে।

অষ্টম খাতঃ অসহায় মুসাফির- যে সমস্ত মুসাফির অর্থকষ্টে নিপতিত তাদেরকে মৌলিক প্রয়োজন পূরণ হওয়ার মত এবং বাড়ী ফিরে আসতে পারে এমন পরিমাণ অর্থ যাকাত থেকে প্রদান করা যায়।

তথ্যসূত্রঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

অভিমতঃ

‘শাহানশাহ’ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট’ কর্তৃক প্রকাশিত ‘ঐশী বিধান’ পুস্তিকটি একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। দারিদ্র্য বিমোচনে এই ট্রাস্ট কর্তৃক যে যাকাত তহবিল গঠন করা হয়েছে তা মানব সেবায় নিবেদিত একটি মহতি প্রয়াস।

উল্লেখ্য যে, যাকাত ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম একটি স্তম্ভ সম্পদের সুখম বন্টনের শরীয়ত নির্দেশিত যাকাতের বিধান মেনে চললে আর্থিক নিরাপত্তা অবশ্যই ত্বরান্বিত হবে। যাদের উপর যাকাত ফরজ তা আদায় করা নামায আদায়ের ন্যায় ফরজ। এতে কোন ধরনের পার্থক্য নেই।

ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) খিলাফতের দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়ার পর কিছুসংখ্যক লোক যাকাত দিতে অস্বীকার করলে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) দ্বাৰ্হীনকণ্ঠে ঘোষণা করেন ‘রাসূলের (দঃ) জামানায় যে ছাগলের বাচ্চাটি যাকাত হিসেবে প্রদান করা হতো যদি কেউ তা প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে তা হলে আল্লাহর শপথ আমি তার বিরুদ্ধে জিহাদ করব’।

বিশিষ্ট আল্লাহর অলি শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ)র নাম মোবারকের এই ট্রাস্ট যাকাত তহবিল গঠনের মাধ্যমে মানব সেবার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তা সর্বজন প্রশংসিত একটি মহতি উদ্যোগ। প্রিয় নবী (দঃ) বলেন ‘ঐ ব্যক্তি সর্বোত্তম যে মানুষের সেবা করে’।

যাকাত তহবিল গঠনের মাধ্যমে নবী করিমের এ হাদিস শরিফকে বাস্তবায়ন করেছে ‘শাহানশাহ’ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট’। আমি দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প (যাকাত তহবিল) কার্যক্রমের উত্তরোত্তর উন্নতি ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

আবুল হায়াত মুহাম্মদ তারেক
পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ চট্টগ্রাম বিভাগ।

১৫তম যাকাত বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথির অভিমত

এক.

আমি দেখে অত্যন্ত আনন্দিত যে, ‘শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট’ এমন একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এই অনুষ্ঠানের ভিডিও প্রদর্শনী আমার খুব ভালো লেগেছে। এখানে আমি দেখলাম যারা যাকাত গ্রহণ করেছেন তারা সাবলম্বী হচ্ছেন এবং তাদের পরিবার পরিজনকে সাবলম্বী করার শিক্ষা পেয়েছেন। এমনটি না হলে তারা করতো কী? ভিক্ষাবৃত্তি করতে হতো! ভিক্ষাবৃত্তি কোন পৌরবের বিষয় নয়। অপমানজনক, অবমাননাকর। অতএব আমাদের প্রিয় নবী (দঃ) এমনই শিক্ষা দিয়েছেন যে, “ভিক্ষাবৃত্তি সম্মানজনক বিষয় নয়।”

‘শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট’ দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প (যাকাত তহবিল) প্রবর্তনের জন্য আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। আর এমন একটি অনুষ্ঠানে আমাকে সম্মানিত করার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আজ যারা যাকাত পাবেন তাদের ধন্যবাদ জানাই। আপনারা এ যাকাতের মাধ্যমে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করবেন, যাতে করে আপনাদের দারিদ্র্যতা ঘুচার পাশাপাশি জনগণকে এবং আপনাদের সন্তানদেরও উদ্ধুদ্ধ করতে পারেন। ভিক্ষাবৃত্তি নয় বা অন্য কোন অবৈধ পেশা নয় বরং এমন পেশা বেছে নিতে হবে’ যে পেশা জনগণের জন্য উপকার হয়। সমাজের জন্য উপকার হয়। নিজের জন্য উপকার হয় এবং যাতে করে নিজেই সাবলম্বী হতে পারেন। এমন একসময় আসবে আপনি নিজেই মানুষকে দান খরচাত করতে পারেন- এমন একটি পর্যায়ে নিজেকে নিয়ে যেতে হবে।

দুই.

উপমহাদেশের আধ্যাতিক সুফিবাদ এবং রক্তপাতহীন ধর্মপ্রচার প্রসারে যে কজন পথিকৃত আছেন তাঁর মধ্যে হযরত মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ), যাকে আমরা গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী বলে সম্বোধন করি। উনার ১১১তম ওফাত বার্ষিকী উপলক্ষে শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট পরিচালিত দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প (যাকাত তহবিল) হতে আত্মকর্মসংস্থানমূলক সামগ্রী এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত হতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

মাইজভাণ্ডার দরবারকে কেন্দ্র করে আজকের যে কার্যক্রম দেখলাম তাতে আমি অভিভূত। এই প্রকল্পের কাজগুলোতে যে তথ্য আছে তাতে ব্যাপক মানুষের অংশগ্রহণ এবং সুমম বণ্টন সত্যিই মাইজভাণ্ডারী দর্শনের যে ব্যাপকতা তা অনুধাবন করা যায়। যাকাত ইসলামের এক অনন্য স্তম্ভ। এখানে যাকাত বণ্টনের ভিডিওচিত্রে দেখলাম ১৫ বছরে তিন কোটি টাকা সম্মুখের সামগ্রী ও নগদ যাকাত বিতরণ করা হয়েছে। যার গড় হিসেবে প্রতি মাসে দুই লক্ষ টাকা হয়। আমি মনে করি এটির ব্যাপক প্রচার প্রয়োজন আছে। প্রচারের মাধ্যমে বিষয়টি সবাইকে জ্ঞাত করলে যাকাতের সুমম বণ্টনের পাশাপাশি বিভেদটাও কমে যাবে।

মুহাম্মদ রেজাউল মাসুদ
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, চট্টগ্রাম।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
নাহমাদুহু ওয়ানুসল্লী আলা রাসূলিলিহিল করিম

আর্থিক সামর্থ্যবান মুসলমানদের জন্য যাকাত আদায় অপরিহার্য এক ইবাদত

ইসলামের বুনিয়াদের মধ্যে ঈমান, নামায ও রোজা সকল মুসলমানদের উপর অবশ্য পালনীয়, কিন্তু হজ্জ ও যাকাত শুধুমাত্র অর্থ-সম্পদের দিক দিয়ে সামর্থ্যবান মুসলমানদের উপর ফরজ। আর্থিক সামর্থ্যবান বলতে যাকাতযোগ্য সম্পদের মালিক হওয়াকে বুঝায়। যাকাত বলতে- পবিত্রতা, ক্রমবৃদ্ধি, আধিক্য ইত্যাদিকে বুঝায়।

ইসলামের পরিভাষায়- যাকাত বলতে- ধনীদের সম্পদে আল্লাহ পাকের নির্ধারিত অবশ্য দেয় অংশকে বুঝায়। আল্লাহ পাক রাসূলু আলামীন পবিত্র কুরআন পাকে সম্পদশালীদের সম্পদ থেকে নির্ধারিত চুটি খাতে যাকাত বায় বণ্টন করার নির্দেশ দিয়েছেন। নির্দিষ্ট এ খাতসমূহে যাকাত প্রদান নিশ্চিত করাই ইবাদত।

যাকাত এক দিক দিয়ে যাকাত দাতার ধন-সম্পদকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে এর প্রবৃদ্ধি সাধন করে অন্যদিকে দরিদ্রদের আর্থিক নিরাপত্তাও নিশ্চিত করে। যাকাতের এই প্রবৃদ্ধি ও পবিত্রতা কেবল ধন-সম্পদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং যাকাত দানকারীর মন-মানসিকতা ও ধ্যান-ধারণা পর্যন্ত তা পরিব্যাপ্ত হয়।

সম্পদের সুমম বণ্টন ব্যবস্থার পরিপূর্ণরূপ যাকাত। মানুষের হাতে সম্পদ একীভূত ও পুঞ্জিভূত হলে সমাজে ব্যাপক হারে অর্থনৈতিক বৈষম্য ও নৈতিকতার অবক্ষয় দেখা দেয়।

সামাজিকভাবে ভারসাম্য স্থাপনে যাকাত ব্যবস্থা এক অনন্য আর্থিক ব্যবস্থাপনা। ধনীদের সম্পদে গরীবদের হক রয়েছে। এটি গরীবদের অধিকার, তাদের প্রতি কোন অবস্থায় করুণা নয়। আল্লাহপাক ইরশাদ করেন- “তাদের (ধনীদের) ধন সম্পদে রয়েছে বঞ্চিতদের হক (প্রাপ্য) (সূরা যারিয়াত : ১৯)।”

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে- “হে নবী (দঃ) তাদের সম্পদ হতে যাকাত উসূল করে তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করুন (সূরা তাওবা : ১০৩)।”

কুরআন মজীদ ও হাদীস শরীফে যাকাত বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কুরআনে পাকের বত্রিশ জায়গায় যাকাতের বর্ণনা এসেছে। এর মধ্যে আটশ জায়গায় নামায ও যাকাতের উল্লেখ একত্রে এসেছে।

ইসলামী আইনবিদ ও ফৌকাহা-ই কিরামের মতে, যাকাত কেবলমাত্র স্বাধীন, পূর্ণবয়স্ক ও সাহেবে নিসাব (সম্পদশালী) মুসলমানদের উপর ফরজ। আর যাকাতের হকদারদের যাকাত প্রদানের ঘোষণা এসেছে পবিত্র কুরআন পাকে। পবিত্র কুরআন মজীদে আট শ্রেণীর লোক যাকাত পাবার যোগ্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে- “সাদাকা তো কেবল ফকির ও মিসকীনদের জন্য এবং সাদাকা সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত লোকদের জন্য, দাস মুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্য ও মুসাফিরদের জন্য, এটা আল্লাহর বিধান, আল্লাহ সর্বত্ত্ব, প্রজ্ঞাময় (সূরা তাওবা : ৬০)।”

মূলতঃ যাকাত আদায়ের নির্ধারিত কোন মাস নেই। শরীয়তের নির্দিষ্ট নিয়মে সারা বৎসরের যে কোন মাসে যাকাত প্রদান করলে আদায় হবে। তবে পবিত্র রমজান মাসে দেয়া ভাল।

যাকাতের মৌলিক উদ্দেশ্য সামাজিক অসাম্যতা দূরীকরণ। ধনীদের সম্পদে গরীবের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করা এবং এর প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি স্থাপন করা।

যাকাত আদায়ের ব্যাপারে যেভাবে কুরআনিক নির্দেশ রয়েছে, তেমনভাবে অনাদায়েও এর ভয়ঙ্কর শাস্তির কথা বলা হয়েছে। কুরআনে পাকে ইরশাদ হয়েছে “দূর্ভোগ অংশীদারীদের জন্য। যাহারা যাকাত প্রদান করে না এবং উহারা অধিরাতেও অবিম্বাসী (সূরা হা-মীম, আস সাজদা ৬, ৭ নং আয়াত)।”

নবী করিম (দঃ) ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন এলাকায় যাকাত উসূল করার জন্য লোকবল নিয়োগ করতেন। তারা নিজ নিজ নির্ধারিত এলাকায় ধনীদের কাছ থেকে যাকাত আদায় করতেন এবং নিয়মতান্ত্রিকভাবে তা বণ্টন করতেন।

খুবই আনন্দের বিষয়, মুসলিম প্রধান দেশ বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলিম ভাইয়েরা যাকাত বিষয়ে খুবই সজাগ ও আন্তরিক। বিভিন্ন সংগঠন, সংস্থা, ট্রাস্ট ইত্যাদির মাধ্যমে সম্পদশালী, বিত্তবান জনগোষ্ঠির কাছ থেকে যাকাত সংগ্রহ করে হত-দরিদ্র, দুঃস্থ জনগোষ্ঠির হাতে যাকাত পৌছিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছে। এতে যাকাতও আদায় হচ্ছে, সামাজিক নিরাপত্তাও নিশ্চিত হচ্ছে। সাথে সাথে কুরআন ও হাদিসের আলোকে যাকাত বিলিবণ্টন করে সামাজিক অসাম্যতা দূরীভূত হচ্ছে।

ইসলামের অন্যান্য ফরজের ন্যায় যাকাত প্রদানও ফরজ, যে ব্যক্তির উপর যাকাত ফরজ, সে যাকাত না দিলে আখিরাতে তাকে ভীষণ শাস্তি ভোগ করতে হবে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন- “যারা সোনা-রৌপ্য পৃঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করেনা (এখানে যাকাত অর্পণ) তাদেরকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তির সংবাদ দিন, যে দিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দিয়ে তাদের কপালে এবং পিঠে দাগ দেওয়া হবে। সে দিন বলা হবে, এটাই তা, যা তোমরা নিজেদের জন্য পৃঞ্জীভূত করতে, সুতরাং তোমরা যা পৃঞ্জীভূত করছিলে তা আস্থাদন কর”

(সূরা তাওবা ৩৪, ৩৫ নং আয়াত)।

যাকাত না দেওয়ার পরিণতি সম্পর্কে নবী করিম (দঃ) বলেছেন- ‘যে সব লোক যাকাত দিতে অস্বীকার করবে, আল্লাহ পাক তাদেরকে কঠিন ক্ষুধা ও দূর্ভিক্ষে নিমজ্জিত করে দেন’ (বায়হাকী)।

সুতরাং যাকাত প্রদানে সম্পদের আধিক্য যেমন হয়, তেমনি অনাদায়ে ধ্বংস অবশ্যস্বী। অবহেলার কোন অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবেনা। তাই সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যাকাত আদায় ও প্রদানে গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

‘শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজডাওয়ারী (কঃ) ট্রাস্ট, কর্তৃক পরিচালিত দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প (যাকাত তহবিল) নিঃসন্দেহাতীভাবে এ মহৎ কাজটি করে যাচ্ছে। এস জেড এইচ এম ট্রাস্টের মাননীয় ম্যানেজিং ট্রাস্টি হযরতুলহাজ্ব সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান (ম.জি.আ.)’র দূরদর্শী চিন্তা-চেতনার সঠিক বাস্তবায়ন; মূলত কর্মপদ্ধতি সামাজিক অসাম্যতা ও দারিদ্র্য বিমোচনে তাঁর দক্ষ নেতৃত্ব অবশ্যই প্রশংসার দাবীদার। যাকাত তহবিলের মাধ্যমে সমাজের সমস্ত মানুষগুলোর আর্থিক

সক্ষমতা আনয়নে তাঁর কর্মীবাহিনীর সুনির্দিষ্ট কর্মতৎপরতা চোখে পড়ার মত। যাকাত সংগ্রহের মাধ্যমে তা সুষ্ঠু বিলি-বন্টন ব্যবস্থা দিয়ে সত্যিকার সমাজ উন্নয়ন ও ইসলামী আদর্শের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। দুঃস্থ প্রান্তিক অভাবী চাষী, দায়গ্রস্ত কন্যার বিবাহে সহায়তা করা, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, কুটির শিল্প ইত্যাদিতে আর্থিক অনুদান দিয়ে যাকাতের যথার্থতা প্রমাণ করে যাচ্ছেন। বাড়ি পড়া শিক্ষার্থী, অন্ধদের পাশে দাঁড়ানো, গৃহনির্মাণ, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের শিক্ষাসামগ্রী প্রদান, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের স্বাবলম্বী করা ইত্যাদি সমাজ সেবামূলক কাজ অন্যদের জন্য প্রেরণার উৎস।

তুরীকতের শিক্ষায় আলোকিত মানুষ করে সামাজিক দায়বদ্ধতার কাজে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষদেরকে এক কাতারে নিয়ে এসেছেন। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শরীয়ত ও তরিকতের কার্য সম্পাদন ও বাস্তবায়নে সহজতা এনেছেন।

আর্থিক সামর্থ্যবান মুসলমানদের জন্য- “যাকাত আদায় এক মহান ইবাদত, তদুপরি সঠিকভাবে এর বিলি ব্যবস্থাপনা ইসলামী সংস্কৃতির অবস্থানকে সুদৃঢ় করে। যার পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনে মুক্তি ও সামাজিক শান্তির ভীত মজবুত হয়।

আল্লাহ পাক রাষ্ট্রল আলামীন আমাদেরকে যথার্থভাবে কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশ মানা ও আমল করার সুযোগ দান করুন। আমীন - সুখ্যা আমীন।

মোহাম্মদ ইসকান্দার আলম

ভাইস প্রেসিডেন্ট ও পাখা প্রধান
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ
ওয়াসা মোড় পাখা, চট্টগ্রাম।

ফরিদ আহমদ, পিতাঃ মৃত ইসহাক মিয়া, মাতাঃ বদিউন নেছা, ছোট ঠাকুর পাড়া, কাঞ্চননগর, কাঞ্চননগর, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম।
প্রকল্পঃ ইউ ডাঙ্গার মেশিন।
আমি ফরিদ আহমদ। একজন নির্মাণ শ্রমিক। বয়সের কারণে অভিজ্ঞতাও অনেক হয়েছে। তাই সাইস



করে দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প যাকাত তহবিলে আবেদন করলে আমাকে এক লক্ষ টাকা অনুদান দেয়া হয়। তা দিয়ে আমি অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর জন্য এলাকায় আগে থেকে ব্যবহৃত একটি ইউ ডাঙ্গার মেশিন ও ট্রাক্টর ক্রয় করি। এখন এটি দিয়ে ৫-৬ জন শ্রমিক নিয়ে কাজ চালাচ্ছি। মেশিনের রক্ষণাবেক্ষণ ঠিক থাকলে প্রতি মৌসুমে লক্ষাধিক টাকা আয় সম্ভব। এ ছাড়াও আমি আবার মৌসুমি ফলের ব্যবসাও করি। সব মিলিয়ে আমি একা নই আমার সাথে আরো বেশ কয়েক জনের জীবিকা অর্জনে সহায়তা করছে এ উদ্যোগ।



রাউজানের যুবক ওসমান এখন স্বাবলম্বী বাড়াচ্ছেন নতুন নতুন ব্যবসা

জাহেদুল আলম, রাউজান।

মোঃ ওসমান (২৪) গ্রামের একজন গরীব পরিবারের সন্তান। দারিদ্র্যতার কারণে কয়েকমাস আগেও লোকজনের কাজকর্ম করতেন। কোন সময় কৃষিকাজ, কোন সময় ন্যা। এখন তিনি নিজেই হিসেবে পরিগ্রহ করতেন। এখন তিনি অনোর কাজ আপন করে নিয়েছেন। এখন তাঁর আর্থিক অবস্থায় এসেছে স্বচ্ছলতা। হয়েছেন স্বাবলম্বী। এক পেশা থেকেই তিনি বিস্তার করেছেন আরো নতুন ব্যবসা। তাঁর এ সাফল্যের পেছনে কাজ করেছে সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ট্রাস্টের আওতায় 'দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প (যাকাত তহবিল)'। এ তহবিল থেকে গত ২০১৫ সালের জানুয়ারী মাসে তাঁর আবেদনের প্রেক্ষিতে ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দাঁড় করানোর নিমিত্ত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ট্রাস্টের আওতায় 'দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প (যাকাত তহবিল)' থেকে ৫০ হাজার টাকা সহায়তা করা হয় রাউজান নোয়াজিপুপুর ইউনিয়নের রহমত আলী সিকদার বাড়ির মৃত জহুর মিয়া'র ছেলে মো. ওসমানকে। এর পর থেকে এ যুবকের আর পেছন ফিরে থাকতে হয়নি। খুলে গেছে তাঁর ভাগ্যের চাকা। ৫০ হাজার টাকা পেয়ে অনোর কাজ ছেড়ে তিনি নিজেই খুলেছেন তরিতরকারির ব্যবসা। বিগত ৯ মাস ধরে নোয়াজিপুপুরের নতুনহাট, গহিরা, কালচান্দ চৌধুরী হাট, ইন্দ্রি হাটে তরিতরকারির ব্যবসা করে চলেছেন নিয়মিত। এ ব্যবসায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা মুনাফা পাচ্ছেন। সে ব্যবসায় অর্জিত মুনাফা থেকে তিনি এখন আরো নতুন নতুন ব্যবসা শুরু করেছেন। গত মঙ্গলবার দুপুর দুটোর পর নতুনহাট বাজারে তরকারী বেচাকেনার সময় দেখা হয় ওসমানের সাথে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন 'সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ট্রাস্টের আওতায় দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প (যাকাত তহবিল)' থেকে ৫০ হাজার টাকা সহায়তা পেয়ে তরকারির ব্যবসা করে স্বাবলম্বী বলে মনে করছি। আগের চেয়ে আর্থিক অবস্থা ভালো। ব্যবসায় লাভবানও হচ্ছে। তিনি বলেন 'তরিতরকারি ব্যবসার অর্জিত আয় থেকে ৭০ হাজার টাকা দিয়ে দুটি গরু কিনেছিলাম। সে দুটি গরু গত কোরবানীর ঈদের হাটে ১লাখ ৪৫ হাজার টাকায় বিক্রি করে লাভবান হয়েছি। এ প্রসঙ্গে মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি কেন্দ্রীয় পরিষদের সাংগঠনিক প্রতিনিধি মো. মঞ্জুরুল ইসলাম চৌধুরী ও সংগঠনের রাউজান উপজেলা সমন্বয় কমিটির সচিব এস এম মহিব উল্লাহ বলেন 'সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ট্রাস্টের আওতায় দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প (যাকাত তহবিল)' শুধু ব্যবসার ক্ষেত্রে নয়, শিক্ষা, বিয়েসহ সবক্ষেত্রে মানবতার কল্যাণে আর্থিক সহায়তা দিয়ে আসছে। এ কর্মসূচি রাউজান ছাড়াও হাটহাজারী, ফড়িকছড়িসহ বিভিন্ন উপজেলায় রয়েছে। দ্বীন কার্যক্রমের পাশাপাশি এ সংগঠন সুখে-দুঃখে অস্বচ্ছল মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে। দৈনিক পূর্বকোণ, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৬।

দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প যাকাত তহবিল দুটি ছড়াচ্ছে বোয়ালখালীর একাধিক পরিবারে

— বোয়ালখালী প্রতিনিধি



পরিবারের অস্বচ্ছলতা একটি মারাত্মক সমস্যা। এর ছোবল কিন্তু সামাজিক ভাইরাসে পরিণত হলে একজনের কারণে গোটা পরিবার আক্রান্ত হয়। অভাব, ধার-দেনায় সংক্রমণ হয়ে নিজের কষ্টার্জিত আয় দিয়ে যখন পরিবারের ভরণ-পোষণে পূর্ণতা থাকে তখন সকলের সুন্দর আন্তরিকতার ছাপ সামাজিকভাবেই দৃষ্টিগোচর হয়। আর যখন তা থেকে একটু এদিক-সেদিক হয়, তাহলে আনন্দ-পরম পরিতৃপ্তি যেন বিষাদে ভরে উঠে, আত্মসম্মানের ব্যাঘাত ঘটে। নিজের নির্ভরতা ও মর্যাদার উপর আঘাত আসে। তখন মানবিক গুণ হতাশ হয়ে যায়। অসহায় বিবেক স্বকীয়তা ও অস্তিত্বের বিকাশে এগুতে পারেনা। এমন সামাজিক অবস্থা আমাদের সামনে প্রায় সময়ই উপস্থিত হয় ভিন্ন-ভিন্ন ভাবে। আপনার আমার আশে-পাশে এমন ব্যক্তি ও পরিবার খুঁজলে সংখ্যা বাড়তেই থাকবে। তেমনি বেছে নেয়া বেশ কিছু ব্যক্তি ও পরিবারের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সহায়তা দিয়ে দুটি ছড়াচ্ছে 'শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ট্রাস্ট' পরিচালিত দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প 'যাকাত তহবিল'। এই তহবিলের অনুদান নিয়ে নিজের অবস্থার উন্নয়ন, আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং অস্বচ্ছলতার কারণে পারিবারিক দৈন্য-দশা লাঘবে উজ্জীবিত হয়েছেন জোষ্ঠপুরার মোহাম্মদ ওসমান মিয়া, চরখিজিরপুরের জাকের হোসেন ও ইসমাইল সওদাগর, পশ্চিম কধুরখীলের মোঃ সোলাইমান, পশ্চিম শাকপুরার ইউনুস, পশ্চিম গোমদন্ডির শওকত, পূর্ব গোমদন্ডির এরশাদ, খিতাপচরের হারুন ও মুনসুর সহ অনেকে। কথা হলো মাছ ব্যবসায়ী পশ্চিম শাকপুরা এলাকার ইউনুসের সাথে। তিনি বলেন, দারিদ্র্যতার কারণে লেখাপড়া তেমন করতে পারিনি। তবে ভাইদের সাথে মিলে নগরীর কর্ণফুলি মার্কেটে একটি মাছের আড়তে কাজ করতাম। যা থেকে আয় দিয়ে পরিবারের স্বচ্ছলতা ছিল। জীবন মান ছিল স্বাভাবিক। আনন্দে ভরপুর এ সংসারে ব্যবসা সংক্রান্ত দ্রুতি হওয়াতে প্রচুর টাকা দেনা হয়ে যায়। ফলে পরিবারের সাথে নিজে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি এবং হতাশার সাগরে সঁতারাত থাকি। এমতাবস্থায় মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ শাকপুরা চরখিজিরপুর শাখার মাধ্যমে যাকাত তহবিল থেকে আমাকে ৩০ হাজার টাকা অনুদান দিলে আমি

আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়াই। এখন ভ্রাম্যমান মাছের ব্যবসা করি। পুঁজি আর লাভ মিলে এখন অনেক সঞ্চয় হয়েছে। তাই দোকান বসানোর চিন্তা করছি।

কথা হয়েছে সহায়তাভোগী পশ্চিম গোমদন্তীর শওকতের সাথে। বলেন- পরিবারে বাবা নেই। দুই ডাই তিন বোনের সংসার। বড় ভাই দুরারোগ্য ব্রেইন টিউমারে আক্রান্ত। সে কারণে দুই পরিবারকে দেখতে হয়। এতে বুঝা যায় বর্তমান পরিস্থিতিতে আমার কি অবস্থা হতে পারে! স্থানীয় গাউসিয়া হকভাণ্ডারী ইসলামিক ইনস্টিটিউটে (দাখিল মাদরাসা) সহকারী শিক্ষক হিসেবে মাসের শেষে যা আসে তা দিয়ে কিছুই হয় না। যাকাত তহবিলের ৫০ হাজার টাকা অনুদান দিয়ে একটি পোল্ট্রি ফার্মে অংশিদার হলে মাসিক কিছু টাকা আয় হয় এবং এতে পারিবারিক অনেক চাহিদা মেটে। নিজেকে অনেকটা পেরেশানি মুক্ত রাখতে পেরেছি।

সহায়তা পেয়েছেন এমন আরেকজন হলো মো. এরশাদ। তিনি বলেন- যৌথ পরিবারে বসবাসের কারণে একাধিক সদস্যের ভরন-পোষণের দায়িত্ব দু'ভাইয়ের উপর। দু'জন ভাইয় সিএনজি চালিত ট্যাক্সি চালাই। আয়ের সাথে ব্যয় মিলেনা। যাকাত তহবিলের অনুদানে একটি ব্যবহৃত সিএনজি কিনেছি। এখন নিজের গাড়ীতে সব আয় নিজের হওয়াতে পরিবারে স্বচ্ছলতা ফিরে এসেছে।

এভাবেই বোয়ালখালীতে প্রায় ৩০ ব্যক্তিকে অনুদান দিয়ে সামাজিক দায়বদ্ধতাকে কাঁধে নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প যাকাত তহবিল।

এ প্রসঙ্গে যাকাত তহবিলের সাধারণ সম্পাদক আবদুল হালিম আল মাসুদ বলেন, শুধু বোয়ালখালী নয় সারা বাংলাদেশে ২০০৩ সাল থেকে এ পর্যন্ত 'শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট' পরিচালিত দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প (যাকাত তহবিল) থেকে ২৩টি রিকশা, ১৯৭ জনকে ঋণ পরিশোধে সহায়তা, ১৭ জনকে বিদেশ গমনে সহায়তা, সেলাই মেশিন ১টি, ১৭৯ জনকে ব্যবসা ও পুঁজি সহায়তা, ২৭টি কলের লাঙ্গল, ৫টি ট্রলি গাড়ি, ইট ভাঙার মেশিন ১টি, ফুড মেশিন ১টি, সেচপাম্প ৪টি, ৭ জনকে মুরগীর খামারে সহায়তা, ২৯ জনকে গবাদি পশুর খামারে সহায়তা, মৎস্য খামারে সহায়তা ১১ জনকে, কম্পিউটার প্রদান ৩ জনকে, সিএনজি চালিত ট্যাক্সি ক্রয়ে সহায়তা ৬ জনকে, ১ জনকে ভাড়ায় চালানোর জন্য মোটর কার ক্রয়ে সহায়তা, জাল ও নৌকা ক্রয়ে সহায়তা ১ জনকে, ২৮২ জনকে গৃহ নির্মাণে সহায়তা, ১৩৫ জনকে চিকিৎসা সহায়তা, ৩২৫ জনকে বিবাহ সহায়তা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীসহ ৮২ জনকে শিক্ষা সহায়তা দিয়ে আমাদের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

যাকাত তহবিলের প্রচার সম্পাদক মো. নাছের বলেন, আমাদের চলমান কার্যক্রমে দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প অনেক ব্যক্তি ও পরিবারকে অসহায় অবস্থা থেকে সামাজিক মর্যাদায় ফিরে এসেছে এবং এর পাশাপাশি স্বনির্ভর হওয়ার জন্য সকলে উৎসাহ নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

এভাবে দারিদ্র্যতার সাথে যাদের বসবাস, অভিব্যবহীন হয়ে জীবনমান গঠনে যারা অসহায়, অনাক্ষিপ্ত বিপদ এসে যাদের ব্যবসা বাণিজ্যে ধ্বংস, প্রতিবন্ধী হয়ে সমাজে অভিগম্য নামক শব্দটি যারা লালন করছে, মেধা থাকা স্বত্বেও অর্থের অভাবে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, কিশোর থেকে বয়স বাড়ছে অথচ কোন কর্মই তাদের জীবন গঠনে সহযোগিতা পাচ্ছেনা, কন্যাদাহগ্রস্ত পরিবারের বিষাদময়ী দুর্বিসহ যাদের জীবন, চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহে হিমসিম যাদের মন মানসিকতা। তেমনি অসহায় জন

সমাজে মানবিক দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে এসেছে 'শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট' নিয়ন্ত্রাধীনে পরিচালিত দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প 'যাকাত তহবিল'। এ তহবিলের সহযোগিতায় সহায়হীন পাচ্ছে আশার বাতি। জীবন মান গঠনে ব্যর্থরা পাচ্ছে চোখ মেলে দেখার সুযোগ। ঘন অন্ধকারে ডুবে থাকা প্রতিবন্ধীরা পাচ্ছে স্বপ্নসারথী। মূলতঃ পারিবারিক আনন্দ, ব্যক্তি মর্যাদা এবং সংসারে সুখ-স্বাদ-আহ্লাদেই লুকিয়ে আছে সামাজিক দায়বদ্ধতা। সমাজ যদি তার দায়বদ্ধতাকে নিয়ন্ত্রন করতে পারে রই তার ব্যাপ্তিতে সমৃদ্ধি লাভ করবে।



মোসাম্মৎ কাউসার বিবি, পিতাঃ মোহাম্মদ ইদ্রিছ, খতিব বাড়ি, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম। প্রকল্প- সেলাই মেশিন, ৪০,০০০ টাকা। আমি এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছি ২০০৫ সালে। বিয়ে হয়েছে হাটহাজারী ফতেয়াবাদ এলাকায়। আমার একটি কন্যা সন্তান আছে। বিয়ের ২ বছরের মাথায় রমজানে

হাটঃ অসুস্থ হয়ে স্বামী মারা যায়। সংসারে অভাবের স্থায়ী বসবাস। এমতাবস্থায় মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ, চান্দগাঁও শাখার সভাপতি মো. ইদ্রিস এর মেয়ে হিসেবে সেলাই কাজ জানি বলে দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প যাকাত তহবিল থেকে ৪০ হাজার টাকা দেন। যা দিয়ে আমি সেলাই মেশিন ও যাবতীয় উপকরণ কিনে সেলাই কাজ শুরু করি। এখন মাসে ৩ থেকে ৪ হাজার টাকা আয় হয়। যখন সিজন আসে তখন ১০ থেকে ১২ হাজার টাকা আয় হয়। এতে আমি আমার পিতৃহারা মেয়ে নিয়ে একটি সুন্দর জীবনের স্বপ্ন বাস্তবায়নে এগিয়ে চলছি। আমাকে যাকাত তহবিল থেকে যদি আরো সুযোগ দেয়া হয়, তাহলে আমি একটা সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র করে অসহায় মহিলাদের নিয়ে কাজ করতে পারবো বলে আশা করছি।

মোসাম্মৎ রুবি আকতার,

স্বামীঃ আবদুল হক, সাদিকপাড়া,

সাতবাড়িয়া, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম।

প্রকল্প- গরুর খামার ৪০,০০০ টাকা।

সংসারের অভাব যেন ধামছেই না।

কাজ করার উদ্যোগ আছে, সাহস

আছে কিন্তু উৎস নেই। দারিদ্র্য

বিমোচন প্রকল্প যাকাত তহবিল

থেকে আমার স্বামীকে

৪০ হাজার টাকা অনুদান দিলে তা থেকে প্রথমে ২০ হাজার টাকা দিয়ে একটি গোয়াল ঘর নির্মাণ করি এবং ১৯ হাজার টাকা দিয়ে একটি গরু ক্রয় করি। ১০/১২ দিন পরে এটি ২৫ হাজার টাকা দিয়ে বিক্রি করে দিয়েছি। পরে ২০ হাজার টাকা দিয়ে আরো একটি গরু ক্রয় করেছি যেটির এখন বাজার মূল্য ৫০ হাজার টাকা। এ কাজে আমার সাহস ও শারীরিক শক্তি সঞ্চাতির হয়েছে বহুগুণে। সময় ভাল কাটছে, শরীর ভাল আছে। তাই আরো সুবিধা নিয়ে আমি পরিবারের জন্য দু'মুঠো ভাত আর মোটা কাপড়ের ব্যবস্থা করতে পারছি।





মোহাম্মদ খাজা হোসেন, পিতাঃ মৃতঃ মোবারক আলী, হামিদচর শাহজীর মাজার, মোহরা, চাঁদগাও, চট্টগ্রাম। প্রকল্প-ফরনিচার দোকান ৫০,০০০ টাকা। আমি মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ, হামিদচর শাখার সভাপতি। ফরনিচারের দোকান আগেও ছিল। পুজির অভাবে পরে উঠছিল না। পুজির জন্য উৎসাহ দেন দারিদ্র বিমোচন প্রকল্প যাকাত তহবিল থেকে। এখান থেকে দোকানে পুজি সহায়তা হিসেবে ৫০ হাজার টাকা অনুদান গ্রহণ করে ব্যবসা শুরু করি। এবার বেশ কিছু স্থল ফরনিচারের অর্ডার পেয়েছি। প্রায় ডেলিভারী দিয়ে দিয়েছি। বাকী গুলোর কাজ চলছে। ডেলিভারী দেয়া কাজ থেকে পুজি এসে গেছে। এবার যা আসবে তা লাভ। আশা করছি যা আসবে তা দিয়ে এবার কিছু কাঠ কিনবো। যাতে বর্ষা মৌসুমেও কাজ করতে পারি। এ ব্যবসা আমাকে পরিবারের চাহিদা মিটাতে অনেক সাহায্য করেছে।

নাসু মিয়া, পিতাঃ মৃত আব্দুল হাসিম, রানীদিয়া, অরুয়াইল, সরাইল, বি. বাড়িয়া। প্রকল্প-জাল ও নৌকা ক্রয় ৪০,০০০ টাকা। আমি নদীর পাড়ের বাসিন্দা। তাই জীবিকা অর্জনের মৎসজীবী ছাড়া কোন পেশা নির্বাচনের সুযোগ নেই। তাও আবার মৌসুমি পেশা। এতে আয় হলেও সারা বছর সংসার চালাতে কষ্ট হয়ে যায়। জড়িয়ে যায় ধার-দেনায়। দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প যাকাত তহবিল থেকে ৪০ হাজার টাকা অনুদান গ্রহণ করে একটি নৌকা ও মাছ ধরার জাল ক্রয় করি। এতে মৎসজীবী থেকে মৎস্য ব্যবসায়ী হয়ে উঠি। এখন ধার কর্তৃক হয়েছিল। খড়া মৌসুমেও অভাব থাকেনা। শরীর মন ভাল থাকে বিধায় অবসরে বদলা দিয়ে কাজ করতে পারি। আমার এই কর্ম পরিধির কারণে এলাকার আরো মৎসজীবী আমার সাথে কাজ করে জীবিকা অর্জনের সুযোগ হয়েছে।



زكاة الفطر
Zakat Al Fitr



সাক্ষর

আজিমপুরে আয়শা খাতুন-এর ঘর নির্মাণ

মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ, আজিমপুর শাখার ব্যবস্থাপনায় শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক বিমোচন প্রকল্প (যাকাত তহবিল) হতে প্রাপ্ত আয়শা খাতুন-এর ঘর নির্মাণ করে দেওয়া হয়। উক্ত ঘর নির্মাণ সমাপ্ত হওয়ার পর এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন কমিটির উপদেষ্টা আলহাজ্ব জহির উদ্দিন আহমদ চৌধুরী। অন্যান্য উদ্যোগীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদ ইসলাম (মেসার), মোঃ জসিম উদ্দিন (মেসার), কামাল উদ্দিন ও এম রহমান চৌধুরী। এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন কমিটির সাধারণ সম্পাদক মোঃ দেলোয়ার হোসেন, সাংস্কৃতিক সম্পাদক নয়ন, সদস্য মোঃ মানিক ও মোঃ বোচা মিয়া প্রমুখ।

অনুষ্ঠান শেষে নির্মিত ঘরের চাবি প্রধান অতিথি আলহাজ্ব জহির উদ্দিন আহমদ চৌধুরী কমিটির সদস্য মোসাম্মৎ আয়শা খাতুন-এর হাতে তুলে দিয়ে বলেন, নবী (দঃ)-এর আসল আখলাক পাওয়া যায় তাঁর বংশধরের মধ্যে। তাই আমরা আওলাদে রাসূল (দঃ) এর নির্দেশক্রমে সমাজে গরীব-দুঃখীদের পাশে এসে দাঁড়াই। আশা করি সমাজের বিত্তবান লোকেরাও যদি এভাবে যাকাতের সুষ্ঠু ব্যবহার করতে পারে তাহলে গরীব-দুঃখীরা আর অসহায় থাকবে না। সবশেষে দেশের কল্যাণ কামনা করে মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

দৈনিক সাক্ষর, ০৩ জুন ২০১৪ মঙ্গলবার।

আলোয়ারা নিবাসী
মোঃ আব্দুর রশীদ-এর
কন্যার বিয়েতে সহায়তা
প্রদান করছেন
যাকাত তহবিল
পরিচালনা পর্ষদ প্রচার
সম্পাদক মোঃ নাজের



২০১৬ সালে যাকাত দাতাগণের তালিকা

ক্রঃ	নাম	ঠিকানা	টাকা
০১	সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান ও পরিবার	গাউসিয়া হক মনজিল, মাইজভাণ্ডার শরিফ	২,০০,০০০.০০
০২	আলহাজ্ব সুফি মিজানুর রহমান	পি এইচ পি ফার্মিলি	১০,০০,০০০.০০
০৩	এম. সালমান ইম্পাহানী	ইম্পাহানী ভবন, আশ্রাবাদ	২,০০,০০০.০০
০৪	মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি	ওমান ১নং শাখা, ওয়াসি কবির	১,০১,২২০.০০
০৫	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক	হনদিয়া	১,০০,০০০.০০
০৬	ড. এম এ মালান চৌধুরী	অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, চাবি	৫০,০০০.০০
০৭	আবদুর রাজ্জাক	সুলতানপুর	৫০,০০০.০০
০৮	আলহাজ্ব মোহাম্মদ সফি	ভাটিয়ারি	৫০,০০০.০০
০৯	মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি	মোসাকফা ২৩নং শাখা, ইউ এ ই	৩৯,৭৯৪ দিরহাম
১০	মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি	আল আবির শাখা, ইউ এ ই	৩৩,৪৫২ দিরহাম
১১	মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি	শারজাহ বি.এম. শাখা, ইউ এ ই	৩০,০০০ দিরহাম
১২	মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি	আজমান শাখা, ইউ এ ই	২৯,৩০৫ দিরহাম
১৩	মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি	দুবাই শাখা, ইউ এ ই	২৭,০৩০ দিরহাম
১৪	মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি	আল আইন সানাইয়া ১নং শাখা, ইউ এ ই	২৪,০৪৫ দিরহাম
১৫	মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি	আবুধাবী রাজধানী শাখা, ইউ এ ই	৯,০০০ দিরহাম
১৬	মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি	মোসাকফা ৮ নং শাখা, ইউ এ ই	৬,৭২১ দিরহাম
১৭	মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি	আল লিসাইলী শাখা, ইউ এ ই	৫,১৫০ দিরহাম
১৮	মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি	আল আইন সদর, ইউ এ ই	৩,৬৩৫ দিরহাম
১৯	মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি	ফুজিরা শাখা, ইউ এ ই	৩,০৫১ দিরহাম
২০	মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি	শারজাহ রোনা শাখা, ইউ এ ই	২,৬০০ দিরহাম
২১	মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি	রাস আল খাইমা শাখা, ইউ এ ই	২,৪০১ দিরহাম
২২	মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি	আবুধাবী মিনা শাখা, ইউ এ ই	১,৯০০ দিরহাম
২৩	মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি	বনিয়াছ শাখা, ইউ এ ই	১,০০০ দিরহাম
২৪	মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি	উমগফা শাখা, ইউ এ ই	৬,৭০ দিরহাম
২৫	গোলজারে হাসেমিয়া	আল আইন, ইউ এ ই	৫,০০ দিরহাম
সর্বমোট দিরহাম			২,২০,২৫৪
সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে ২,২০,২৫৪ দিরহাম বাবদ বাংলাদেশী টাকায় ৪৮,৫৮,১৯০.০০			

২০১৬ সালে যাকাত দাতাগণের তালিকা

ক্রঃ	নাম	ঠিকানা	টাকা
২৬	আলহাজ্ব এম.এ মোতালেব	চেয়ারম্যান, বনফুল গ্রুপ	৫০,০০০.০০
২৭	মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি	হামিরিয়া শাখা, ওমান	৪০,০০০.০০
২৮	মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি	পাজা শাখা, ওমান	৩০,৫৮০.০০
২৯	লায়ন আলহাজ্ব দিদারুল আলম চৌধুরী	জেডিসি, নাসিরাবাদ	৩০,০০০.০০
৩০	বেগম নুরুন্নাহার	হলিশহর, চট্টগ্রাম	৩০,০০০.০০
৩১	মোহাম্মদ ইলিয়াহ	সৈয়দ নগর, বোয়ালখালী	৩০,০০০.০০
৩২	মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি	আল বরকা শাখা, ওমান	২৬,৪৫০.০০
৩৩	মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি	মদুনাঘাট শাখা, হাটহাজারী	২৬,১০০.০০
৩৪	মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি	হাজীপাড়া শাখা, রাউজান	২৫,২০০.০০
৩৫	কাজি শাহরিয়ার মুনির	শাহ আমানত শিপিং, চট্টগ্রাম	২৫,০০০.০০
৩৬	মোহাম্মদ সৈয়দ মিয়া	লাঙ্গলমোড়া, হাটহাজারি	২৫,০০০.০০
৩৭	মোঃ ইউনুচ মিল্লা চৌধুরী	পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম	২৫,০০০.০০
৩৮	মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি	ধলই এনারেতপুর দায়রা শাখা	২২,১০০.০০
৩৯	মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি	জিলিব শাখা, কুয়েত	২১,০০০.০০
৪০	এড. সেলিনা আকতার চৌধুরী	আইনজীবী, সুপ্রিমকোর্ট	২০,৫০০.০০
৪১	এস.এম মোস্তাফিজুর রহমান	টরেন্টো, কানাডা	২০,০০০.০০
৪২	আলহাজ্ব সৈয়দ নুরুল আমিন	হালিশহর, চট্টগ্রাম	২০,০০০.০০
৪৩	আলহাজ্ব জাকির হোসেন	সাবেক চেয়ারম্যান, পতেঙ্গা	২০,০০০.০০
৪৪	আলহাজ্ব শাহবুদ্দিন ফারুকী	বোয়ালখালী	২০,০০০.০০
৪৫	আলহাজ্ব এস.এম শাহবুদ্দিন	বহদরহাট	২০,০০০.০০
৪৬	মোঃ আলগীর	মিরপুরাই	১৯,২৭৮.০০
৪৭	মোঃ মুজিবুর রহমান	নোয়াজিফপুর	১৫,০০০.০০
৪৮	মোহাম্মদ নাহির	বাকলিয়া	১৫,০০০.০০
৪৯	মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি	বন্দর শাখা, চট্টগ্রাম	১৫,০০০.০০
৫০	মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি	ওয়াদি কবির শাখা (২), ওমান	১৫,০০০.০০
৫১	মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি	জিবলিং শাখা, ওমান	১৪,২০০.০০
৫২	মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি	উরকিরচর শাখা, রাউজান	১৪,০০০.০০
৫৩	মোঃ সরোয়ারউজ্জামান	মোমিনবাগ, হামজারবাগ	১২,০০০.০০
৫৪	মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি	আল মোচনা তরিক শাখা, ওমান	১০,২০০.০০

২০১৬ সালে যাকাত দাতাগণের তালিকা

ক্রঃ	নাম	ঠিকানা	টাকা
৫৫	আবুল কালাম	ভৈরব	১০,০০০.০০
৫৬	বেগম সাইফুদ্দিন কাদের	কিউ সি	১০,০০০.০০
৫৭	এড. মোঃ শাহজাহান চন্দ্রুরী	কর আইনজীবী	১০,০০০.০০
৫৮	আলহাজ্ব রফিক সওদাগর	মির্জাপুর	১০,০০০.০০
৫৯	মোঃ জাহিদ ইসলাম	আমবাগান	১০,০০০.০০
৬০	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক	খাতুনগঞ্জ	১০,০০০.০০
৬১	স্যাম প্যাক লিঃ	কুঞ্জছায়া	১০,০০০.০০
৬২	মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি	মোঃ তকিরহাট শাখা	১০,০০০.০০
৬৩	মোহাম্মদ হাসান	লাভলেইন	১০,০০০.০০
৬৪	আয়েশা সিদ্দিকা	শুলকবহর	১০,০০০.০০
৬৫	মোঃ নুরুল আমিন	মোহেদীবাগ	১০,০০০.০০
৬৬	আবদুর রহিম	বাকলিয়া	১০,০০০.০০
৬৭	শওকত মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ	ইউ সি বি এল ব্যাংক	১০,০০০.০০
৬৮	আলহাজ্ব মোঃ ফরিদুল আলম	ফতেননগর, নোয়াজিখপুর	১০,০০০.০০
৬৯	মোহাম্মদ খোরশেদ আলম	মদুনাঘাট, হাটহাজারী	১০,০০০.০০
৭০	মোঃ আরাকাত রেজা সাকিব	মাঝিরঘাট	১০,০০০.০০
৭১	মেসার্স সফি মোটরস	ঈদগাঁহ	১০,০০০.০০
৭২	কাজী সফিউল আজম	আল তায়ফ, কে.এস.এ	১০,০০০.০০
৭৩	মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি	কাঞ্চনপুর শাখা	৮,৫০০.০০
৭৪	মাওলানা মুহাম্মদ শায়েস্তা খান	ইয়াসিন নগর	৮,০০০.০০
৭৫	মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি	আলমদার শাখা, পটিয়া	৫,৫৬৫.০০
৭৬	মোঃ আলী আকবর সিকদার	সুমন ট্রান্সপোর্ট এজেন্সী	৫,৫৬৫.০০
৭৭	মোহাম্মদ আবদুল মান্নান	মাম ট্রেড চট্টগ্রাম	৫,৫৫৫.০০
৭৮	আবদুল জাকার	গণিপাড়া, রাউজান	৫,০০০.০০
৭৯	মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম	চন্দনপুরা	৫,০০০.০০
৮০	মুহাম্মদ ওইদুল আলম	ধলই	৫,০০০.০০
৮১	সেলিনা ইসলাম	চকবাজার	৫,০০০.০০
৮২	মোঃ সিরাজুল মোস্তফা	পিপলস্ ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ	৫,০০০.০০
৮৩	হাবিব মহিউদ্দিন	এশিয়া গ্রুপ	৫,০০০.০০

২০১৬ সালে যাকাত দাতাগণের তালিকা

ক্রঃ	নাম	ঠিকানা	টাকা
৮৪	ইহরাম হজ্ব কাফেলা	ঘোশহর, চট্টগ্রাম	৫,০০০.০০
৮৫	কাজী মোঃ অহি উদ্দিন	কাটিরহাট	৫,০০০.০০
৮৬	ডাঃ সৈয়দ আবু বক্কর	বার্মিংহাম, ইউ কে	৫,০০০.০০
৮৭	মোঃ আনোয়ার হোসেন	উত্তর সতী	৫,০০০.০০
৮৮	মোঃ আলতাক উদ্দিন	ফটিকছড়ি	৫,০০০.০০
৮৯	আলহাজ্ব এন এ এম বদরুদ্দিন	ইয়াসিন নগর	৫,০০০.০০
৯০	মোহাম্মদ ফেরদৌস	পারমিন ডিপো, সিটিজি	৫,০০০.০০
৯১	মোঃ মেজবউল হক	উত্তর ধুরং	৫,০০০.০০
৯২	মির্জা আকলিমা বেগম	জি ই সি	৫,০০০.০০
৯৩	ইস্ফাত জাহান আনি	চাঁদগাও	৫,০০০.০০
৯৪	সৈয়দ আহসান হোসেন কাজি	খিলগাঁও, ঢাকা	৫,০০০.০০
৯৫	নুর মোহাম্মদ	দক্ষিণ পাইনদং	৫,০০০.০০
৯৬	মোহাম্মদ বাবু	রাসমাটিয়া	৫,০০০.০০
৯৭	মোহাম্মদ আবু	রাসমাটিয়া	৫,০০০.০০
৯৮	সাইফুল আলম	কাটিরহাট	৫,০০০.০০
৯৯	জালাল আহম্মদ	পতেঙ্গা	৫,০০০.০০
১০০	মোহাম্মদ শাহজাহান	পতেঙ্গা	৫,০০০.০০
১০১	তাজুল ইসলাম	পূর্ব গুল্লারা	৫,০০০.০০
১০২	শেখ মুজিবুর রহমান বাবুল	রাজাপুর লেইন	৫,০০০.০০
১০৩	মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি	গোপালঘাটা শাখা	৫,০০০.০০
১০৪	সৈয়দ বাকের	নানুপুর	৫,০০০.০০
১০৫	মোহাম্মদ সফি	তকিরহাট	৫,০০০.০০
১০৬	বাহাউদ্দিন ওমর	এয়াসিন নগর	৫,০০০.০০
১০৭	মোহাম্মদ শরীফ চৌধুরী	নতুনপাড়া	৫,০০০.০০
১০৮	ছেমন আরা বেগম	দৌলতপুর	৫,০০০.০০
১০৯	মোহাম্মদ ইব্রাহীম	গহিরা	৫,০০০.০০
১১০	মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি	সীতাকুণ্ড পৌর শাখা	৫,০০০.০০
১১১	এস.এম ইকবালুর রহমান	বক্তপুর, সৈয়দ বাড়ী	৫,০০০.০০
১১২	মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি	বাহরাইন শাখা	৫,০০০.০০

২০১৬ সালে যাকাত দাতাগণের তালিকা

ক্রঃ	নাম	ঠিকানা	টাকা
১১৩	আবদুর রহমান	সাতবাড়িয়া	৫,০০০.০০
১১৪	মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম	পেকুয়া, কক্সবাজার	৫,০০০.০০
১১৫	জোবায়দা খাতুন	খাজারোড, খরমপাড়া	৫,০০০.০০
১১৬	আবুল মনচুর	শাহ আমানত শিপিং এন্ড ট্রিডিং এজেন্সি	৫,০০০.০০
১১৭	মোহাম্মদ রফিক সওদাগর	শাহ আমানত অটোমোবাইল	৫,০০০.০০
১১৮	মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম	আমতলা বউ বাজার	৫,০০০.০০
১১৯	আলহাজ্ব মাসুদ আহমেদ	কাদেদিয়া এন্টারপ্রাইজ	৫,০০০.০০
১২০	আরএনএসকো সুইটার	বায়জিদ	৫,০০০.০০
১২১	বি এস আর এম স্টীলস লিঃ	সদরঘাট	৫,০০০.০০
১২২	মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন	সুয়াবিল দায়রা	৫,০০০.০০
১২৩	টি.কে গ্রুপ	বারমাসিয়া চা বাগান	৫,০০০.০০
১২৪	মোঃ ফারুক	চিকদাইর (১)	৫,০০০.০০
১২৫	মোঃ মনজুর	পূর্ব গহিরা	৫,০০০.০০
১২৬	মোঃ মহিউদ্দিন	ফরহাদাবাদ	৫,০০০.০০
১২৭	মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম	মহামায়া বাজার, টাঁদপুর	৫,০০০.০০
১২৮	মাইজভাগুরী গাউসিয়া হক কমিটি	কাতার শাখা	৪,৮০০.০০
১২৯	মোহাম্মদ হারুন সওদাগর	ফকিরহাট, রাউজান	৪,০০০.০০
১৩০	হাজী মোহাম্মদ মুছা	পূর্ব ধর্মপুর	৪,০০০.০০
১৩১	মাইজভাগুরী গাউসিয়া হক কমিটি	ফরহাদাবাদ শাখা, হাটহাজারী	৪,০০০.০০
১৩২	মোঃ খায়রুল বশর মিয়া	দক্ষিণ পাইদং	৪,০০০.০০
১৩৩	মাস্টার শামশুল আলম	বক্তপুর	৩,৭০০.০০
১৩৪	আবুল ফজল	উত্তর সর্তা	৩,৫০০.০০
১৩৫	মুন্সু ভাগুরী	পূর্ব গুজরা	৩,৫০০.০০
১৩৬	মাইজভাগুরী গাউসিয়া হক কমিটি	মুড়াপাড়া শাখা, নারায়নগঞ্জ।	৩,৫০০.০০
১৩৭	মোঃ খোরশেদ	পাইদং	৩,৪২৭.০০
১৩৮	শেখ মফিজুর রহমান	বাকেলো স্টেট, যুক্তরাষ্ট্র	৩,০০০.০০
১৩৯	আবদুল মান্নান	নাজুলমোড়া, হাটহাজারী	৩,০০০.০০
১৪০	মোঃ মহিউদ্দিন	নাজুলমোড়া, হাটহাজারী	৩,০০০.০০
১৪১	সিগনেট প্রেস	নাসিরাবাদ	৩,০০০.০০

২০১৬ সালে যাকাত দাতাগণের তালিকা

ক্রঃ	নাম	ঠিকানা	টাকা
১৪২	আলহাজ্ব এম.আবুল কালাম	বহাদুরহাট	৩,০০০.০০
১৪৩	মোহাম্মদ হারুন সওদাগর	আতুরার ডিপো	৩,০০০.০০
১৪৪	মোহাম্মদ ফরিদ উদ্দিন	উত্তর সর্তা	৩,০০০.০০
১৪৫	ছেলোয়ারা বেগম	নানুপুর	৩,০০০.০০
১৪৬	মোহাম্মদ জাহেদ	ইউসুফ	৩,০০০.০০
১৪৭	মোহাম্মদ এনায়েত উল্লাহ	ভাবুয়া, রাউজান	৩,০০০.০০
১৪৮	মোহাম্মদ ফোরকান	রয়েল এন্টারপ্রাইজ	৩,০০০.০০
১৪৯	কাজী মনজুর মোরশেদ	আমতলা বউ বাজার	৩,০০০.০০
১৫০	আলহাজ্ব জসিম উদ্দিন	ফজল ম্যানশন	৩,০০০.০০
১৫১	প্রফেসর ড. মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন	ফিলিট ও পরিবেশ রসায়ন বিভাগ, চবি	৩,০০০.০০
১৫২	হাজী মোঃ আবুল কাসেম	খাতুনগঞ্জ	৩,০০০.০০
১৫৩	মোহাম্মদ সেলিম	জগন্নাথহাট	৩,০০০.০০
১৫৪	মোহাম্মদ গণি আলম	জগন্নাথহাট	৩,০০০.০০
১৫৫	আবু ইউসুফ হেলাল	ফিলিডিউ হাউজিং সোসাইটি	৩,০০০.০০
১৫৬	সৈয়দ আবদুল্লাহ আল মাসুম	মাগজুর, ইটালি বাক, নদুপুর শাখা	৩,০০০.০০
১৫৭	সাজ্জাদ আলী মোল্লা	নাছিমপুর	৩,০০০.০০
১৫৮	মাইজভাগুরী গাউসিয়া হক কমিটি	খিতাপচর নং শাখা, বোয়ালখালী	৩,০০০.০০
১৫৯	মাইজভাগুরী গাউসিয়া হক কমিটি	পশ্চিম কদুরখীল শাখা	৩,০০০.০০
১৬০	মোঃ রাকিব, মোঃ জাহাঙ্গীর, মামুনুর রশীদ, নিজাম উদ্দিন, দেলোয়ার হোসেন, মোঃ আরিফ, মোস্তফা কাসিম রাসেল, মহিউদ্দিন, মোঃ আবু তৈয়ব, নাছিম বেগম, রোকেয়া বেগম, শামসুন নাহার, মোহাম্মদ সোহেল, খায়রুল বশর, ডাঃ মোঃ শওকত হোসেন, মোহাম্মদ সাজ্জাদ হাবিব, আমেনা বেগম, রাশেদা আকতার, হাজী মোঃ ইদ্রিস মিয়া, মোঃ আবদুল ওয়াহাব, শেখ মোঃ মোজাম্মেল হক, মোঃ মাসুদ পারভেজ, মোহাম্মদ হোসেন, ভাগ্যবো ভুলতা শাখা, মোঃ হোসাইন মনজুর, উনসুরপাড়া শাখা, মোঃ তারেক হোসেন, মোঃ কুতুব উদ্দিন, নুর উদ্দিন, সৈয়দ মোঃ শাহ নেওয়াজ, মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন চৌধুরী, মোহাম্মদ সোলেমান, দক্ষিণ টেরিয়াল শাখা, এড. শেখ মনজুর রহমান, আমেনা খাতুন, মোঃ শওকত, মোঃ নাসের, শুকুরমিয়া চৌধুরী এড সঙ্গ, তানভির খান, রেজাউল হায়দার, মোহাম্মদ মাহির চৌধুরী, মোহাম্মদ মোরশেদ, মোহাম্মদ ইউসুফ, চিকদাইর শাখা, আবুল মনচুর, বেলাল মোঃ শাহাবুদ্দিন, মোঃ খোরশেদুল আলম, মেসার্স মক্কা ট্রেডার্স,		

মেসার্স কে.জি.এন এন্টারপ্রাইজ, খুলশিদ আরা নেওয়াজ, হাজী আমান ফারুক চৌধুরী, নুরআলী মিয়া হাট শাখা, চিকদাইর (১) শাখা, মো: এয়াকুব, জয়নাল আবেদীন, মোহাম্মদ জাবেদ রুবেল, শাকপুরা ইউনিয়ন শাখা, হাজী রমজান আলী, মেহেদীন হাসান ডিউ, ডা: মোহাম্মদ ইয়াছিন, এমদাদ হোসেন, মো: বাপ্পী, হুমায়রা তাবাসসুম, ইমান হাসান নেওয়াজ, জিয়ানা জামির জুহা, টি. চৌধুরী, হেলাল উদ্দিন, আসাদ উল হক ছিদ্দিকী, রমজান আলী।	৯৬,০২৬.০০
চলতি বছরে গ্রাণ্ড তহবিল	৭৯,২৯,৬৬৬.০০
পূর্ববর্তী বছরের জের	২০,৮১০.০০
সর্বমোট সংগৃহীত তহবিল	৭৯,৫০,৪৭৬.০০

২০১৬ সালে স্বনির্ভরতা অর্জনে প্রকল্পখাতে

দোকানে পুঁজি, ক্ষুদ্রশিল্প ও খামার তৈরিতে আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তদের তালিকা

ক্রঃ	নাম	ঠিকানা	প্রকল্পের নাম	টাকা
১	মোঃ নুরুল আলম বাবুল	পিতাঃ মৃত সিরাজ উদ্দিন, ইন্দ্রাবতী সি. গেষ্ট শাখা, চট্টগ্রাম	ফলের ব্যবসা	৩০,০০০/-
২	মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম	পিতাঃ মোহাম্মদ হাদিদ হক, মরহুমের দারু শাখা, রাউজান, চট্টগ্রাম	গবাদি খামার	৫০,০০০/-
৩	মোঃ নুরুল আমিন	পিতাঃ মোঃ আবুল কাশেম, দক্ষিণ সূর্য শাখা, রাউজান, চট্টগ্রাম	সিনার্জি চালিত গাভী	১০০,০০০/-
৪	মোঃ ফোরকান মিয়া	পিতাঃ মৃত নরিন্দর আলম, মানিকপুর শাখা, হাটকাইড়, চট্টগ্রাম	দোকানে পুঁজি	৩৫,০০০/-
৫	মোঃ আবু আজম	পিতাঃ রফজান আলী, ডলু নদী বাজার শাখা, হাটকাইড়, চট্টগ্রাম	গবাদি খামার	৫০,০০০/-
৬	মোঃ মুরালি আবেদীন	পিতাঃ মৃত হাফেজ মোঃ ইউনুস, বাগেরগেট শাখা, হাটকাইড়, চট্টগ্রাম	দোকানে পুঁজি	৩৫,০০০/-
৭	মোঃ ইউসুফ	পিতাঃ মৃত গোবিন্দ রহমান, পাঁচপুরগো বজিরবীল শাখা, হাটকাইড়, চট্টগ্রাম	বাটারি চালিত কিশা	৫০,০০০/-
৮	দিল মোহাম্মদ	পিতাঃ মৃত আব্দুস সাব্বের, নকিল খিরাম শাখা, হাটকাইড়, চট্টগ্রাম	কলের লাঙ্গল	১,০০,০০০/-
৯	মোঃ মাকিজুল আলম	পিতাঃ মৃত আব্দুস সাব্বের, নকিল খিরাম শাখা, হাটকাইড়, চট্টগ্রাম	কলের লাঙ্গল	১,০০,০০০/-
১০	সেলিম উদ্দিন	পিতাঃ মৃত সাকিল আলম, নাকলমাত্র শাখা, হাটকাইড়, চট্টগ্রাম	সেন্টারিং ব্যবসা	২৫,০০০/-
১১	মোঃ মীর হোসেন	পিতাঃ মরীক চক্কন, এনাতেপুর সোনিবুর্ল শাখা, হাটকাইড়, চট্টগ্রাম	গোত্র জে জেইগেট রক	৪০,০০০/-
১২	মোঃ ফিরোজ	পিতাঃ মৃত আবুল হোসেন, ধরদাবাদ শাখা, হাটকাইড়, চট্টগ্রাম	দোকানে পুঁজি	৪০,০০০/-
১৩	মোঃ এজাহার মিয়া	পিতাঃ মৃত শামসুল আলম, মথদাবাদ শাখা, হাটকাইড়, চট্টগ্রাম	ট্রলি গাড়ি	১,০০,০০০/-
১৪	খাজা আহমদ	পিতাঃ মৃত মুর মিয়া, হাটকাইড় শাখা, হাটকাইড়, চট্টগ্রাম	সিনার্জি চালিত গাভী	১,০০,০০০/-
১৫	মোঃ শওকত আলী	পিতাঃ মৃত মোঃ ইব্রাহিম, পশ্চিম গোবিন্দ ইউনিয়ন শাখা, বোলালখালী, চট্টগ্রাম	মুরগির খামার	৫০,০০০/-
১৬	মোঃ হাকিমুর রশিদ	পিতাঃ মোঃ আবদুল মালেক, বিতাপুর শাখা, বোলালখালী, চট্টগ্রাম	মৎস্য খামার	৫০,০০০/-
১৭	আবদুল খালেক	পিতাঃ মৃত আবদুল গালেক, শাকপুর ইউনিয়ন শাখা, বোলালখালী, চট্টগ্রাম	গবাদি খামার	৫০,০০০/-
১৮	মোঃ নুরুনুবা	পিতাঃ মৃত বজল আহমদ, এনাতেপুর শাখা, পটিয়া, চট্টগ্রাম	দোকানে পুঁজি	৩৫,০০০/-
১৯	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	পিতাঃ মৃত লালু মিয়া, আনন্দার পাড়া শাখা, পটিয়া, চট্টগ্রাম	দোকানে পুঁজি	৪০,০০০/-
২০	মোঃ ইউনুস	পিতাঃ মৃত আহমদ নবী, মেহের আট শাখা, পটিয়া, চট্টগ্রাম	দোকানে পুঁজি	৩৫,০০০/-

ক্রঃ	নাম	ঠিকানা	প্রকল্পের নাম	টাকা
২১	মোঃ সুরু মিয়া	পিতাঃ হাবিব কাশেম, বিনিমিয়া ও হাতিবোলা শাখা, পটিয়া, চট্টগ্রাম	কলের লাঙ্গল	১,০০,০০০/-
২২	ফজলুল করিম	পিতাঃ হাবিব নবী, হামিমপুর ইউনিয়ন শাখা, চন্দনাইল, চট্টগ্রাম	খণ্ড মুক্তি	১,০০,০০০/-
২৩	মোঃ বখতিয়ার উদ্দিন	পিতাঃ মৃত কবির মোস্তাফিজ, বেল্লা ইউনিয়ন শাখা, চন্দনাইল, চট্টগ্রাম	গবাদি খামার	৫০,০০০/-
২৪	মোঃ সবুজ আলম	পিতাঃ মোঃ ইউনুছ মিয়া, বেতাগী শাখা, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম	গবাদি খামার	৫০,০০০/-
২৫	নিজাম উদ্দিন	পিতাঃ মুরতেজুর রহমান, চর সদর শাখা, দিগন্তাই, চট্টগ্রাম	দোকানে পুঁজি	৫০,০০০/-
২৬	মোঃ জালাল আহমদ	পিতাঃ মৃত নুর মোস্তফা, মাতারবাড়ি শাখা, মহেশখালী, বঙ্গবাজার	রিকশা	৬০,০০০/-
২৭	মোঃ জোহাঙ্গন হোসেন	পিতাঃ মোঃ হামিদ উদ্দিন সরকার, ব্রাহ্মবাড়ি পৌরসভা শাখা, দি. বাহা	গবাদি খামার	৪০,০০০/-
২৮	মুছা মিয়া	পিতাঃ মৃত জুলন মিয়া, হায়াইয়া ওয়ার্ড শাখা, কিশোরগঞ্জ	দোকানে পুঁজি	১৫,০০০/-
২৯	মোঃ মোস্তফা	পিতাঃ মৃত আঃ হক, নরিয়াল নগর শরীক শাখা, নরিয়াল, কুমিল্লা	দোকানে পুঁজি	৩০,০০০/-
৩০	মোঃ হুমায়ুন কবির	পিতাঃ আবদুল আলী, হাটপুকুরিয়া শাখা, বরভা, কুমিল্লা	রিকশা	৫০,০০০/-
৩১	মোহাম্মদ শাহজাহান	পিতাঃ মোঃ আঃ জাকার, চাপিনা পৌর শাখা, কুমিল্লা	দোকানে পুঁজি	২০,০০০/-
৩২	মোঃ আবদুল হাই	পিতাঃ সাকিবুর রহমান, নাওড়া শাখা, পৌরসভা, চাঁদপুর	দোকানে পুঁজি	৩০,০০০/-
৩৩	মোঃ বিজ্ঞান হোসেন	পিতাঃ মৃত মুনছুর আলী, জগৎপুর শাখা, কচুয়া, চাঁদপুর	গবাদি খামার	৪০,০০০/-
৩৪	মোঃ জুনাব আলী	পিতাঃ মোঃ আবদুল নবী, মুলতান দি শাখা, ইকগঞ্জ সদর	দোকানে পুঁজি	৩০,০০০/-
৩৫	মোঃ হুমায়ুন কবির	পিতাঃ মোঃ সুলতান, সেনবাগ শাখা, নোয়াখালী	দোকানে পুঁজি	৪০,০০০/-
৩৬	লিটন মোল্লা	পিতাঃ আঃ হক মোল্লা, পল্লীরে চর শাখা, গোসাইহাট, শরীতপুর	দোকানে পুঁজি	২০,০০০/-
৩৭	মোঃ তৈয়ব আলী সগার	পিতাঃ রফিক আলী সগার, তরায় গাজিয়া শাখা, শরীতপুর	রিকশা	৫০,০০০/-
৩৮	মোঃ শাহ আলম	পিতাঃ মোঃ নুর আলী মোল্লা, গোয়াইর হাট শাখা, শরীতপুর	গবাদি খামার	৪০,০০০/-
৩৯	মোঃ ইউসুফ আলী	পিতাঃ মোঃ ইউনুছ আলী, গৌরীপুর বজার শাখা, সিংাই, মৌলভীবাজার	দোকানে পুঁজি	৪০,০০০/-
৪০	মোঃ সিদ্দিক	পিতাঃ মরত আলী হোসেন, আলবের থানা শাখা, আলবের, টাকা	সিএনজি গাড়ি	১,০০,০০০/-
৪১	মুহাম্মদ এরশাদ	পিতাঃ মোঃ আবদুল হাকিম, গোদগাঁ সদর শাখা, জেলখালী, চট্টগ্রাম	খাবার হোটেল	৪০,০০০/-
৪২	মোঃ জাহিরুল ইসলাম	পিতাঃ মৃত জালিন মিয়া, রূপগঞ্জ শাখা, নারায়নগঞ্জ	দোকানে পুঁজি	৪০,০০০/-
৪৩	মোঃ কদম আলী	পিতাঃ মোঃ নুরুল ইসলাম, বজার চুড়া শাখা, রূপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ	বিশেষ যাত্রা	১,০০,০০০/-
৪৪	মোঃ সরোয়ার উদ্দিন	পিতাঃ মৃত নুরুল আলম, রূপগঞ্জ শাখা, পটিয়া, চট্টগ্রাম	প্রকল্প খাতে সর্বমোট ৪৪ জনকে ২২,৯০,০০০ টাকা	

চিকিৎসা সহায়তা

ক্রঃ	নাম	ঠিকানা	টাকা
১	মোহাম্মদ হাফিজ বেগম	মুন্সী মোহাম্মদ হাফিজ উদ্দিন আহমদ, ৬৩ অহসান মজিল, জামালখান, চট্টগ্রাম	২০,০০০/-
২	আবদুল হাকিম	পিতাঃ মৃত শাকিল হক শিরাজী, সিদ্দিক চৌকিগে বড়ী, গণ্ডি, রাউজান, চট্টগ্রাম	৩৫,০০০/-
৩	মোঃ নুরুল হক	পিতাঃ মৃত আবদুস সমদ, আজমান শাখা, ইউ এ ই	২০,০০০/-

গৃহনির্মাণে সহায়তা

ক্রঃ	নাম	ঠিকানা	টাকা
১	শামীম আক্তার	পিতাঃ মৃত জেবল হোসেন, ওয়েয়া হাজিগাড়া, রাউজান চট্টগ্রাম	২০,০০০/-

ক্রঃ	নাম	ঠিকানা	টাকা
১	আবদুর রশিদ	পিতাঃ মৃত আবুল খায়ের, ইউনুছ মাস্টারের বাড়ী, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম।	৩০,০০০/-
২	মোঃ মঞ্জিল মিয়া	পিতাঃ মৃত নিজর মিয়া, ১২৭২ বাগবাড়ী, ছাতক পৌরসভা, সুনামগঞ্জ।	৩০,০০০/-
৩	কুলচুমা খাতুন	স্বামীঃ মোহাম্মদ শাহ আলম, গুরুর মোঃ তালুকদার বাড়ী, উত্তর সর্দা, রাউজান, চট্টগ্রাম।	৩০,০০০/-
৪	আবদুল সোবাহান	পিতাঃ রহম আলী, গোমস্তার পাড়া, পশ্চিম পোমরা, রান্দুনিয়া, চট্টগ্রাম।	৩০,০০০/-
৫	মোঃ রফিক	পিতাঃ মৃত বাদশা মিয়া, নোয়াগাজী বাড়ী, ধুরং, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।	৩০,০০০/-
৬	হাজিনা বেগম	স্বামীঃ নুরুল ইসলাম, ১৪ চান্দগাঁও আ/এ, চট্টগ্রাম।	৩০,০০০/-
৭	শামসুন নাহার	স্বামীঃ মৃত মোহাম্মদ হোসেন, করিম মুর্তা বাড়ী, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।	২০,০০০/-
৮	আবদুল নবী	পিতাঃ মৃত আবদুল মজিদ, ছত্রপাড়া, রাউজান পৌরসভা, চট্টগ্রাম।	৩০,০০০/-
৯	রুবি আক্তার	পিতাঃ নুরুল ইসলাম, আজিমপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।	৩০,০০০/-
১০	কামরুন নাহার	পিতাঃ মোহাম্মদ শহী, আজম চেয়ারম্যানের বাড়ী, আজিমপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।	৩০,০০০/-
১১	মোহাম্মদ মজিব	পিতাঃ মরহুম আবদুল বারী, আবদুল সদ্দ সরান বাড়ী, দক্ষিণ ধরপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।	৩০,০০০/-

বিবাহ খাতে সর্বমোট ১১ জনকে ৩২০,০০০ টাকা

শিক্ষা সহায়তা

ক্রঃ	নাম	ঠিকানা	টাকা
১	মোঃ সেকান্দর হায়াত আরমান	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বি.এ (সম্মান) ৪র্থ বর্ষ	১৫,০০০/-
২	মোঃ হুমায়ুন কবির	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সমাজতত্ত্ব বিভাগ	১০,০০০/-
৩	মোঃ ইউসুফ রোমান	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিভাগ	১০,০০০/-
৪	তানজিলুর রহমান	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ	১০,০০০/-
৫	আবু শাহেদ	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সমাজতত্ত্ব বিভাগ	১০,০০০/-
৬	মোঃ শাহিদুল ইসলাম	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় রাজনীতি বিভাগ	১০,০০০/-
৭	মেহরোজ জাহান	হামজারবাগ সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয় ৬ষ্ঠ শ্রেণী	৫,০০০/-
৮	মেহেদী হাসান	দেওয়ান হাট সিটি কর্পোরেশন কলেজ দ্বাদশ শ্রেণী	২২,০০০/-
৯	তাসনুভা হাছান	হামজারবাগ সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয় ৭ম শ্রেণী	৫,০০০/-

শিক্ষা খাতে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী সহ সর্বমোট ৯ জনকে ৯৭,০০০ টাকা

জমা-খরচ বিবরণী-২০১৬

প্রকল্প খাতে যাকাত প্রদান বাবদ খরচ	২২,৯০,০০০ টাকা
সাধারণ খাতে যাকাত প্রদান বাবদ খরচ	৫,১২,০০০ টাকা
বিতরণ অনুষ্ঠান খরচ	৩৯,০৮০ টাকা
মোট খরচ	২৮,৪১,০৮০ টাকা
জমা-খরচ	
মোট প্রাপ্ত তহবিল	৭৯,৫০,৮৬৬ টাকা
মোট খরচ	২৮,৪১,০৮০ টাকা
বর্তমান তহবিল (যাকাত প্রদান চলমান)	৫১,০৯,৭৮৬ টাকা



Distinguished guests attending the 15th Zakat distribution program.



Mr. Shamsul Hossain, Member of District Council, Chittagong, Zakat money, Alhaj Didarul Alam Chowdhury, President, Zakat Fund Managing Committee is also along with Present.



Educational Assistance is being given to vision disable students of Chittagong University.



Mr. Md. Rezauul Masud, Additional Police Super of Chittagong is distributing Zakat money.

Mr. Md. Moinuddin, Officer In-charge (Investigation) of Baizid Police Station, CMP is distributing Zakat money.



Alhaj Syed Nurul Amin & Mr. Md. Sirajul Mostafa, Vice Presidents of Zakat Fund Managing Committee are distributing Zakat money to the poor and needy people.



Mr. Jamal Ahmed Sikder, Founder Convener of Zakat Fund Managing Committee is distributing Zakat money to the poor & needy people.

Marriage Assistance for the purpose to give Mr. Md. Nabi from Zakat Fund.



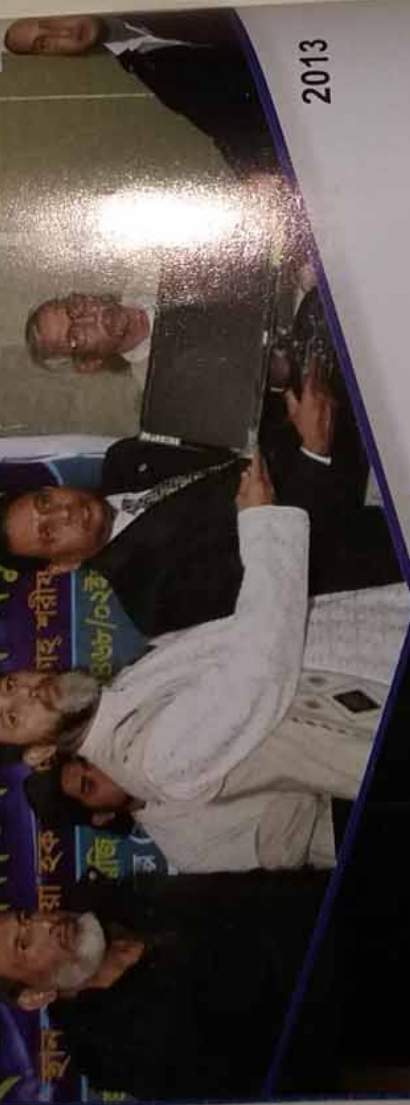
Mr. Md. Althaf Uddin, Organizing Secretary of Zakat Fund Managing Committee, is presentation on 15th Zakat distribution program.

2012



শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট

২০১৩ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত যাকাত বিতরণ বিবরণী



2013



2014

শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট
(SZHM Trust)

দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প (যাকাত তহবিল)

২০০৩ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত যাকাত বিতরণ বিবরণী

প্রকল্প খাত	জনসংখ্যা	টাকা
রিকশা প্রদান	২৩	৭,০৮,০৪৫
আর্থিক সহায়তা	১৭১	১৩,৮৩,৮৭৬
বিদেশ গমনে সহায়তা	১৭	১০,১০,০০০
সেনাই মেশিন প্রদান	০১	৫,০০০
বাবসায় পুঁজি সহায়তা	১৭৯	৬৮,৭২,০০০
কলের লাপ্স প্রদান	২৭	২৭,১৪,০০০
ট্রলি গাড়ী প্রদান	০৫	৫,০০,০০০
ইউ ডাক্সার মেশিন	০২	২,০০,০০০
ফুড মেশিন প্রদান	০১	৪০,০০০
সেচ পাম্প প্রদান	০৮	৯৫,০০০
মুরগির খামার	০৭	৪,৮০,০০৯
গবাদি পশুর খামার	২৯	১৫,২০,০০০
মৎস্য খামার	১১	৪,৮০,০০০
কম্পিউটার প্রদান	০৩	১,৭৫,০০০
বাগ পরিশোধে সহায়তা	২৬	৮,৩০,০০০
সি এন জি ট্যাক্সি ক্রেত্রে সহায়তা	০৬	৭৫,০০০
পুরাতন মটরকার ক্রেত্রে সহায়তা	০১	২০,০০০
হাঁসের খামার	০১	৪০,০০০
জাল ও নৌকা ক্রয়	৫১৫ জন	১,৭৭,৪৭,৯৩০ টাকা
মোট	জনসংখ্যা	টাকা
সাধারণ খাত	২৮২	৩২,০৫,০০০
গৃহ নির্মাণে সহায়তা	১৩৬	১৪,৫০,০০০
চিকিৎসা সহায়তা	৩২৮	৭০,৭০,০০০
বিবাহ সহায়তা	৮০	৫,৬৯,০০০
শিক্ষা সহায়তা	৮২৬ জন	১,২২,৯৪,০০০ টাকা
মোট		

১৪ বছরে ১৫ পর্বে (২০০৩-২০১৬) সর্বমোট (৫১৫+৮২৬) = ১৩৪১ জনকে বিতরণ করা হয়

(১,৭৭,৪৭,৯৩০+১,২২,৯৪,০০০) = ৩,০০,৪১,৯৩০ টাকা

উল্লেখ্য, ২০০৩ সালে এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট এর মাননীয় ম্যানেজিং ট্রাস্টি হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (মঃ) ১২ জনকে ১২ টি রিকশা প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম শুরু করেন।



শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট (SZHM Trust)

পবিত্র কুরআন-হাদীসের প্রকৃত শিক্ষা ধারণ, প্রচার ও প্রসারের মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মাইজভাণ্ডারীয়া তরিকার ধ্রুব নক্ষত্র শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (১৯২৮-১৯৮৮) -এর সম্মানিত উত্তরাধিকারী, অনুসারী ও ভক্তবৃন্দ কর্তৃক ২০১১ সালে 'শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট' প্রতিষ্ঠা করা হয়। যদিও এর কার্যক্রম ১৯৯৫ সাল থেকে চালু ছিল। এই ট্রাস্ট কুরআন ও সুন্নাহর আদর্শ তরিকার বুজুর্গগণ তাঁদের জীবনে যেভাবে বাস্তবায়িত করেছেন তারই আলোকে সমাজ জীবন থেকে দূরীতি, শোষণ, বঞ্চনা ও সংঘাত নিমূল করে সমাজে সাম্য ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এই ট্রাস্ট মাইজভাণ্ডারী দর্শনের মূলশিক্ষা-বিশুদ্ধাত্ত ও সর্বজীবের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমাজের দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত ও নিঃস্বদের সাহায্য এবং সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে জনকল্যাণমূলক কাজ করার ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে নিবেদিত। সামাজিক ন্যায়বিচার ও একতা প্রতিষ্ঠা, মানুষের নৈতিক চরিত্রের উন্নয়নের মাধ্যমে ইহ ও পারলৌকিক কল্যাণ অর্জনের লক্ষ্যে এই ট্রাস্ট নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনা ও সেবা প্রদান করে আসছে।

ক্রমিক	প্রতিষ্ঠানের নাম	সেবাসমূহ	উপকারভোগকারী/বিবরণ
১.	মাদরাসা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : চট্টগ্রামে ১৩টি, কুমিল্লায় ১টি এবং নরসিংদীতে ১টি	ধর্মীয় ও আধুনিক শিক্ষা প্রদান	২৭৩২ জন ছাত্র-ছাত্রী
২.	৩টি এতিমখানা : ১টি চট্টগ্রামে, ১টি কুমিল্লায় ১টি এবং নরসিংদীতে ১টি	মানবীয় সেবা ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান	১৭০ জন এতিমকে পুনর্বাসন
৩.	যাকাত তহবিল	ধর্মীয় দায়িত্ব পালনে সহায়তা ও দুঃস্থ ব্যক্তিদের মানবিক সাহায্য প্রদান	২০০৩ হতে ২০১৬ সাল পর্যন্ত ১৩৪১ জন ৩,০০,৪১,৯৩০ টাকা গ্রহণ করেছে
৪.	বৃত্তি তহবিল	শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডে নগদ ও মেধাবী ছাত্রদের আর্থিক সহায়তা প্রদান	২০০১ হতে ২০১৬ সাল পর্যন্ত ৬৩৯ জন ১৭,০০,০০০.০০ টাকা গ্রহণ করেছে
৫.	হোসাইনী দাতব্য চিকিৎসালয়, মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ	অসহায় ও দুঃস্থ ব্যক্তিদের বহিঃবিভাগীয় চিকিৎসা সেবা প্রদান চলছে	৩০০০০ জন
৬.	আলোকধারা, চট্টগ্রাম	বাংলায় প্রকাশিত ভাসাউফ বিষয়ে বহুমুখী গবেষণা ও বিশেষণমূলক জার্নাল	১৯৮৫ সাল থেকে প্রকাশিত হয়ে আসছে
৭.	মাইজভাণ্ডার শরীফ গণ পাঠাগার	ধর্মীয় ও দার্শনিক শিক্ষায় আগ্রহ সৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ	১৯৯৪ সাল থেকে কার্যক্রম চলছে
৮.	মাইজভাণ্ডারী একাডেমী, চট্টগ্রাম	মাইজভাণ্ডারী দর্শন এবং সুফি মতাদর্শ প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে ২০০২ সালে এই একাডেমী প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই একাডেমী ধর্মীয় দর্শন বিষয়ে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও সংলাপ আয়োজন করে আসছে। চট্টগ্রামে ২০১০ থেকে আন্তর্জাতিক সুফি সম্মেলনের আয়োজন করেছে। এই আন্তর্জাতিক সুফি সম্মেলনে দেশ-বিদেশের অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র, মিশর, সুদান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া ও ভারতের সুফি গবেষক এবং ইসলামী চিন্তাবিদগণ অংশগ্রহণ করেন। ফেব্রুয়ারী ২০১২ সালে ভারতের গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক সুফি সম্মেলনে একাডেমীর প্রতিনিধিগণ উপস্থিত হয়ে 'মাইজভাণ্ডারী দর্শন ও বিশ্বশান্তি' শীর্ষক মূলপ্রবন্ধ সমূহের একটি উপস্থাপন করেন।	

শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট উল্লেখিত কার্যক্রমসমূহ সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছে। মহান আল্লাহ তাবারিক ও تعالیٰ আমাদের প্রার্থনা, শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট ব্যাপক ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সেবামূলক কর্মসূচী গ্রহণপূর্বক বিশু মানবতার বৃহত্তর কল্যাণে নিয়োজিত হতে পারে।